CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 29 December, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ১৩ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নবম ও একাদশের পঠন-পাঠন শুরু হল

রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে ৪ জানুয়ারী

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে পুরোদমে পঠন-পাঠন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর। সাথে বিদ্যালয় এবং কলেজের সমস্ত হোস্টেল খোলার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। সে-মোতাবেক আগামী ৪ জানুয়ারি স্থির হয়েছে। সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথের পৌরোহিত্যে শিক্ষা দফতরের পর্যালোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে ছাত্রাবাসগুলিও খোলার জন্য স্থির হয়েছে। এজন্য ৪ জানুয়ারি তারিখ স্থির করা হয়েছে। ওইদিন থেকেই বিদ্যালয়গুলিতে পুরোদমে পঠন-পাঠন পুনরায় শুরু হবে।

তাঁর কথায়, বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাস খোলার আগে করোনা সংক্রান্ত সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে। কর্তৃপক্ষকে শিক্ষাঙ্গন পরিষ্কার করার সাথে স্যানিটাইজের ব্যবস্থা ২ জানুয়ারির মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, ওইদিন বেলা ২-টার মধ্যে শিক্ষা দফতরে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত ছাত্রাবাসের সুপারিনটেন্ডেন্টদের ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছাত্রছাত্রীদের এ-ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতিপত্র জমা দিতে হবে। তবে, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্কুল চালু করা কিংবা অনলাইনে পঠন-পাঠন জারি রাখা সমস্ত কিছুই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জেলাশাসকরা মহকুমাশাসক এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রাবাস খোলার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে ছাত্রাবাস পরিষ্কার এবং স্যানিটাইজ করা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবেন। তাছাড়া, মহকুমা ভিত্তিক বোর্ডিং হাউস কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ওই কমিটি ছাত্রাবাসের জন্য চাল, সবজি এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের ছাত্রাবাস পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে।

এদিকে, দীর্ঘ নয় মাস পর ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়ে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। রোস্টার মেনে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হবে।

এ-বিষয়ে রাজধানী আগরতলার মহারানু তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বলেন, কোভিড সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশিকা মেনে নবম ও একাদশ শ্রেণিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং, স্যানিটাইজ করা এবং হাত ধোয়ার মতো সব পদ্ধতিই মানা হয়েছে।

নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছৈলেংটায় ৭০ ফুট গভীর খাদে যাত্রীবাহী বলেরো গাড়ি, হত দুই, জখম ২৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর ।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২৭ জন। তাঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। সোমবার সকালের দিকে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমার ডলুছড়া থেকে ছৈলেংটা আসার পথে লবণছড়া এলাকায় টিআর ০৪ সি ১৭২৬ নম্বরের বলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৭০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। তাতে ঘটনাস্থলেই লক্ষ্মীবতি রিয়াং (১৯) নামের এক যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে বিন্দারায় রিয়াং (৬৫)-ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করেন। ওই ঘটনায় প্রায় ২৭ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে চারজনকে সঙ্গে সঙ্গে কুলাইয়ে অবস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকিদের ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে আরও চারজনকে ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে হয়েছে।

এদিকে, ধলাই জেলা হাসপাতাল থেকে একজনকে আরগতলার জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাই তাঁকে আগরতলায় পাঠানো হয়েছে। আজ সংঘটিত দুর্ঘটনার জন্য চালকই দায়ী বলে আহতদের অভিযোগ। কারণ, চালক অত্যধিক যাত্রী তুলেছিলেন গাড়িতে। তাছাড়া প্রচণ্ড গতিতে তিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন।

চড়িলামে দূর্ঘটনায় বাইক, আহত দুই

এদিকে., সোমবার সাত সকালে ১০৩২৩ এর শিক্ষক সন্তোষ দেবনাথ(৩৭) গণঅবস্থান থেকে নিজের বাইক টিআর০৩জে৬০৩৫ চেপে সকাল ৮ ঘটিকায় যতনবাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এবং চড়িলাম বাজারে পৌঁছালে এক জন পথচারী তার নাম হারিকুমার দেববর্মা বয়স (৫৫) একটি অটো রিকসা থেকে নেমে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় দৌড় দিয়েছিল। এমন সময় শিক্ষক সন্তোষ দেবনাথ নিজের বাইকটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারী হারিকুমার দেববর্মাকে সজোরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিদ্ধিআশ্রমে মহিলার গলার হার ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। এক দুঃসাহসিক ঘটনায় দিনদুপুরে মহিলার গলার হার ছিনিয়ে নিল দুই দুষ্কৃতী। ঘটনা সোমবার সিদ্ধি আশ্রমের শিবপল্লী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ব্যাঙ্ক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন নীলিমা দে মজুমদার। তিনি যখন বাড়ির হাটছিলেন, পেছনদিকে থেকে বাইকে চড়ে আসা দুই দুষ্কৃতী মহিলার গলায় থাকা স্বর্ণের হার ছিনতাই করে নেয়।

ঘটনার পর দেখা যায় স্থানীয় সিসিটিভি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী নদীর জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ ডিসেম্বর।। উদয়পুর নেতাজি সুভাষ সেতুর উপর থেকে গোমতী নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা এক ব্যক্তির। ঘটনা আজ সন্ধ্যা নাগাদ। জানা যায় টিআর-০৩-এ-২৬০৯ নম্বরের অটো গাড়িতে উঠে ধ্বজনগর বাজার থেকে ওই ব্যক্তি। হঠাৎ ব্রিজের সামনে আসা মাত্রই চলতি গাড়ি থেকে নেমে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি। তৎক্ষণাৎ অটোর চালক সুমন সরকার গাড়ি থামিয়ে কোন রকম ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে। পরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সোমবার সাতসকালেই যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দ্রুতগামী রেলের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবক। নিহত যুবকের নাম দীপঙ্কর বিশ্বাস। বয়স মাত্র ২২ বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন সকালে দীপঙ্কর বিশ্বাস প্রাতঃভ্রমণের নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সে দ্রুতগামী ট্রেনের সামনে ঝাপ দেয়।

এতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। ঘটনার পর স্থানীয়রা পরিবারের লোকজনদের খবর দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় দীপঙ্কর বিশ্বাসকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে দীপঙ্কর বিশ্বাস। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে। কি কারণে সে এভাবে আত্মঘাতী হলো সেটা মামলা নিয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

দ্রুততার সঙ্গে স্মার্ট সিস্টেমের দিকে এগোচ্ছে ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। দ্রুততার সঙ্গে স্মার্ট সিস্টেমের দিকে এগোচ্ছে ভারত। ভারতের প্রথম চালকহীন মেট্রো ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করার পর সোমবার এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দিল্লি মেট্রোর ম্যাজেন্টা লাইনে ভারতের প্রথম চালকহীন মেট্রো ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এছাড়াও এয়ারপোর্ট এক্সপ্রেস লাইনে সম্পূর্ণ কার্যকর ন্যাশনাল অপারেশনাল মোবিলিটি কার্ডের সূচনা করেছেন মোদী ও কেজরিওয়াল। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ”ভারত কতটা দ্রুততার সঙ্গে স্মার্ট সিস্টেমের দিকে এগোচ্ছে, দেশের প্রথম চালকহীন মেট্রো ট্রেনের উদ্বোধনের মাধ্যমে তা বোঝা যাচ্ছে। মেট্রো পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য ”মেক ইন ইন্ডিয়া” অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ব্যয় হ্রাস হবে এবং ভারতীয় নাগরিকদের আরও কর্মসংস্থান হবে।

অতীতের স্মৃতিচারণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘অটলজির প্রচেষ্টায় দিল্লিতে প্রথম মেট্রো শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে যখন আমাদের সরকার তৈরি হয়েছিল, সেই সময় মাত্র পাঁচটি শহরে মেট্রো পরিষেবা ছিল এবং এখন ১৮টি শহরে মেট্রো পরিষেবা রয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ২৫টিরও বেশি শহরে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে যাব আমরা।” প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ”১৩০ কোটির বেশি নাগরিকের দেশে, দিল্লি প্রধান বৈশ্বিক আর্থিক ও কৌশলগত শক্তির রাজধানী, সেই গৌরব এখানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসির হোস্টেলে উদ্ধার ডাক্তারী পড়ুয়ার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের ভিতর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ডাক্তারী পড়ুয়ার মৃতদেহ। তার নাম আদর্শ দে। এমবিবিএস কোর্সের ৯ম সেমিস্টারের ছাত্র ছিল। এদিন সন্ধ্যায় হোস্টেলের ঘরের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে তার সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখা যায় মৃতদেহ। জানা গিয়েছে, আদর্শ এর বাড়ি বিলোনীয়ায়। সে ২০১৬ সালে ওই স্কুলে প্রথম স্থান দখল করেছিল দ্বাদশ পরীক্ষায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠায়।

সুপারি গাছের খোল ব্যবহারে স্বনির্ভর রেউবেন রাংলং

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ভোকাল ফর লোকাল মন্ত্রে আরও এক সাফল্য প্রশংসা কুড়িয়েছে রাজ্য। সুপারি গাছের খোল ব্যবহারে স্বনির্ভর হলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরের নোয়াগাঙের বাসিন্দা রেউবেন রাংলং।

এই সাফল্যের কাহিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অত্যন্ত আনন্দের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, সরকারের আত্মনির্ভরতার ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে পানিসাগরের নোয়াগাঙের বাসিন্দা রেউবেন রাংলং সুপারি গাছের খোল দিয়ে পরিবেশবান্ধব থালা, বাটি এবং চামচ প্রস্তুত করছেন। তাঁর সংস্থা শালম এন্টারপ্রাইজেস-এ বর্তমানে ১৬ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর উতপাদিত পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি তাঁর পরিসর ও পরিকাঠামো আরও বর্ধিত করতে চাইছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ৩০ ডিসেম্বর, বুধবার কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চায় কেন্দ্র। সোমবার দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ দেখানো কৃষকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় আগরওয়াল আন্দোলনরত ৪০ টি কৃষক সংগঠনের নেতাদের চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন যে ৩০ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে রাজধানী দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চায় কেন্দ্র। এই বৈঠকের মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে। এর আগে ২৪ ডিসেম্বর কৃষিমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিবেক আগারওয়াল কৃষক সংগঠনগুলিকে চিঠি লিখে নতুনভাবে বৈঠকে বসতে অনুরোধ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়ে কৃষক সংগঠনগুলির বৈঠকে বসতে রাজি হয়। এসব সংগঠনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তারা ২৯ ডিসেম্বর বৈঠকে বসতে চায়। কিন্তু এদিন সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর এর পরিবর্তে ৩০ ডিসেম্বর হোক বৈঠক।

সংস্কৃতির বিকাশই আত্মনির্ভর ভারত গঠনের অন্যতম ভিত্তি ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, আজকের যুবক ও যুবতীরাই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। যুবক ও যুবতীরা রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও বহন করে। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক সচেতনতাই আত্মনির্ভর ভারত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায়।

উপমুখ্যমন্ত্রী যুব উৎসবের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণকারী যুবক ও যুবতীদের উৎসাহিত করে বলেন, সংস্কৃতির বিকাশই আত্মনির্ভর ভারত গঠনের অন্যতম ভিত্তি। দেশের মাটিতে থেকেই তারা যেন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেইজন্য সরকার যুব উৎসবের আয়োজন করেছে। যাতে করে যুবক যুবতীরা নিষ্ঠার সাথে সাংস্কৃতিক চর্চায় যুক্ত থাকতে পারে।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে এই যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আজকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে জাগ্রত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপে করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই যুব উৎসব সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে ও সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৌর সংস্থাগুলির নির্বাচন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগম ও ২১ টি পৌর সংস্থার নির্বাচন স্থগিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান করেছে কংগ্রেস। মিছিলটি আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন অপরাধ পরিক্রমা করে পুনরায় কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।

উল্লেখ্য আগরতলা পৌরনিগম এবং ২১ টি পুর সংস্থার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। নিয়ম অনুযায়ী পুর নিগাম এবং পৌর সংস্থাগুলির নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন ঘোষণা করার কথা রয়েছে। কিন্তু আগরতলা পৌরনিগম এবং ২১ টি পৌরসংস্থার নির্বাচন ঘোষণা করে প্রশাসক নিয়োগ করে এসব সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। এ ধরনের কার্যকলাপকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেছে বিরোধী দলগুলি।

স্রেফ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে আগরতলা পৌরনিগম এবং একুশটি পৌরসংস্থার নির্বাচন স্থগিত রাখা সঠিক পদক্ষেপ হয়নি বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগর গাছের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিকল্প অর্থনীতি চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। আগর গাছ খুবই দামি এবং তার চাহিদাও প্রচুর। তাই, আগর গাছের মাধ্যমে ত্রিপুরায় বিকল্প অর্থনীতি চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সোমবার উত্তর ত্রিপুরাপ তিলথৈয়ে নবনির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগর গাছ লাগিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য এ-কথা বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০ শয্যা বিশিষ্ট এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এদিন সেখানকার পরিকাঠামো ঘুরে দেখে চিকিতেক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, আজ মুখ্যমন্ত্রী যুবরাজনগর-দেওছড়া রাস্তায় জুরি নদীর উপর নবনির্মিত ‘অটল সেতু’র উদ্বোধন করেছেন। এই সেতুর ফলে যুবরাজনগরের জনগণের অনেক সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন। এদিকে, তিলথৈ সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী গোরক্ষনাথ মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন এবং ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি বাবা পুষ্করনাথজির যোগা আশ্রমে হরিওঁ নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। তাঁর দাবি, সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার তার কার্যধারা সম্পাদন করছে। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান সব ক্ষেত্রেই অন্য দিশা নিয়ে চলছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর দাবি, অতীতে ত্রিপুরার কৃষকরা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে জানতেনই না। কিন্তু এখন এ ব্যাপারে সকলেই অবগত। আগে খেতমজুরের নামে সরকার চললেও তাঁদের জন্য কিছুই করেনি পূর্বতন সরকার। করেছে শুধু আন্দোলনের নামে লম্বা লাইন, কটাক্ষের সুরে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা দিচ্ছেন তাতে এখন সেই কমিউনিস্টরা ভয় পাচ্ছেন। কারণ কমিশন খাওয়ার দিন ফুরিয়েছে। এখন ত্রিপুরায় কাজ করে খেতে হবে। কমিশনের রাজনীতি চলবে না। তাঁর কথায়, কৃষকদের জন্য একদিকে যেমন প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনা লাগু হয়েছে তেমনই মুখ্যমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনাও কার্যকর হয়েছে। ১২৫২ হেক্টর জমিকে হাইব্রিড ফসলের খেত করা হয়েছে। আগামী দু-বছরের মধ্যে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেই বীজ সরবরাহ করা হবে।

আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামনগর ও জয়নগরে দুস্কৃতি হামলা এলাকা পরিদর্শন মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএমের এক প্রতিনিধি দল সোমবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রামনগর ও জয়নগর এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক ভানু লাল সাহা এবং বিধায়ক সুধন দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য সম্প্রতি রামনগর এবং জয়নগর এলাকায় দলীয় নেতা-কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনা সংঘটিত করেছে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী।আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতেই বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সোমবার তাদের বাড়িঘর পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনকালে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন রাজ্যের শাসক দল জনগণের সামনে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে জনগণ তাদের পাশ থেকে সরে যেতে শুরু করেছেন।

জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা নানাভাবে সন্ত্রাস তৈরি করে এক অরাজকতার পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে।প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বর্তমান শাসক দল চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।ফ্যাসিস্ট সুলভ আক্রমণ সংগঠিত করে কমিউনিস্টদের কোনদিন মুছে ফেলা যায় নি এবং ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না বলে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। নিজেদের দুর্বলতা এবং ভীতি থেকেই তারা এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসনকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৮১ ▫ ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ১৩ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের মর্যাদা

ইতিহাস সবাইকে মনে রাখে না। ইতিহাস ভারতীয় রাজনীতির যাঁহাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য সম্রাট অশোক ও সম্রাট আকবর। তাহার প্রধান কারণ বোধহয়, এই দুই সম্রাট ন্যায়নীতিকেই সবার উপরে স্থান দিয়াছিলেন। গান্ধীজি যতদিন জীবিত ছিলেন, নেতাজির আদর্শে প্রভাবিত হইতো দেশবাসী, ততদিন ভারতের রাজনীতি সততায় ভরসা রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিত। রাজনীতিকরা বিশ্বাস করিতেন রাজা বা শাসকের চরিত্র হইবে নিষ্কলুষ, দেশ পরিচালিত হইবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে। তবে, এই আদর্শ-পরিস্থিতি কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা নিয়ে সংশয় ছিল স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর। আশঙ্কা থেকেই কংগ্রেস নেতাদের সৎভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে খুব লাভ হয়নি। গান্ধীজির জীবদ্দশাতেই কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ ভ্রষ্টাচার আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। স্বাধীনতালাভের পর দেখা গেল দেশ দ্রুত গান্ধীজি, নেতাজির প্রভাবমুক্ত হইতে মরিয়া। তাহার জন্য পণ্ডিত নেহরুকেও কম বিব্রত হইতে হয়নি।সরকার, মন্ত্রিপদ ইত্যাদিকে এইভাবে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার সংস্কৃতি দ্রুত ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল কংগ্রেস আমলেই। চিনি, ডুবো জাহাজ, কামান, কফিন, শেয়ার-বাজার, ব্যাঙ্ক, স্টেডিয়াম, কয়লা, স্পেকট্রাম, অ্যাডমিশন, নানা ধরনের চাকরি প্রভৃতি কত যে কেলেঙ্কারি পরবর্তীকালে হইয়াছে তাহার খতিয়ান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ক'জন দাপুটে মন্ত্রী, নেতা, আমলা স্বেচ্ছায় এসবের দায় স্বীকার করিয়িছেন এবং গদি ছাড়িয়াছেন? দু'-চারজন চুনোপুঁটিকেই এসবের খেসারত দিতে দেখা গিয়াছে। মন্দজনের কথায়, তাঁহারা নেহাতই রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্রের বলি। বিপুল অর্থবিত্ত এবং মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার লোভে দলবদল তো অনেকদিন যাবৎই জলভাত হইয়া গিয়াছে। পাল্টিবাজরা মনেই রাখেন না, তাঁহারা কাহাদের বিরুদ্ধে কুৎসা করিয়া কোন দলের সমর্থকদের ভোটে জিতিয়াছিলেন। এজন্য রাজকোষের কী বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হইয়াছিল, ভোটের আয়োজন করিতে পঙ্গু হইয়াছিল সরকারের কত জরুরি কাজ। রাজনীতি এইভাবে ধ্বংস হইবে না কেন? রাজনীতির অনেকটাই যে দুর্বৃত্তদের দখলে চলিয়া গিয়াছে। প্রতিটি নির্বাচনের সময় দেখা যায়, প্রার্থীদের একটা বড় অংশ নানা অপরাধে অভিযুক্ত। এমনকী নির্বাচিতদের মধ্যেও আলো করিয়া বসিয়া আছেন একগাদা গুণধর! যেমন তেমন অভিযোগ নয়খুন অপহরণ ধর্ষণ থেকে চুরি দুর্নীতি প্রায় সব ধরনের অভিযোগই তাঁহাদের নামে রহিয়াছে। জনপ্রতিনিধিদের একাংশের এই যদি চেহারা হয় তবে অনুমান করিতে অসুধি হয় না বিপুল ভোটে তাঁহাদের জয়ের রহস্যটা কী।

তিন দশক আগে এই জায়গাটাকেই ধরিতে চাহিয়াছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি এন সেশন। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে শাসক ও বিরোধীদের কাউকেই তিনি রেয়াত করেননি। জ্যোতি বসু এবং লালু যাদবের সঙ্গে তাঁহার টক্কর ইতিহাস ভুলিবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনী সংস্কার কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাহা সেশনই বুঝাইয়াছিলেন দেশবাসীকে। বস্তুত সেশনের কর্মকাণ্ড দেখিবার আগে ভারতবাসী জানতই না সিইসি পদটির আদৌ কোনও গুরুত্ব আছে কি না। সেশন কিছু পারিয়াছিলেন, অনেক কিছুই পারেননি। সেশনের স্বপ্ন অপূর্ণ রহিয়া যাওয়ার জন্য ভারতীয় রাজনীতির কায়েমি স্বার্থের গোষ্ঠীগুলিই মূলত দায়ী। তবে তাঁহার সবচেয়ে বড় সাফল্য, নির্বাচন কমিশনকে তিনি সাহসী হইতে শিখাইয়াছেন। বুঝাইয়েআ দিয়ে গিয়াছেন, কদর্য রাজনীতির কাছে নতজানু হওয়াটা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। কমিশন সংবিধান আর গণতন্ত্রের কাছেই শুধু দায়বদ্ধ। পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে কমিশন যতটুকু সাহস দেখাইয়াছে, তাহার ভিতরে সেশনের প্রেরণা বেশ অনুভব করা যায়। ভারত বৃহত্তম গণতন্ত্র। কমিশনের এই উদ্যোগ সফল হইলে তাহাতে একইসঙ্গে ভারত এবং গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়িবে।

নির্বাচনের আগে ফের রাজ্য পুলিশে রদবদল

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। কিন্তু তারই আগে ডায়মন্ড হারবারে পুলিশ জেলার এসপি বদল। সোমবার এমনটাই খবর নবান্ন সূত্রে।

কিছুদিন আগেই রাজ্য সফরে এসে জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার মুখে পরে। আর তারপরেই ৩ আইপিএসকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে নিতে চেয়ে নবান্নকে চিঠি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এরই মাঝে নির্বাচনের আগে সোমবার রাজ্য পুলিশে রদবদল। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি ভোলানাথ পাণ্ডেকে বর্তমানে হোমগার্ড পদে পাঠানো হল। তার জায়গায় ডায়মন্ড হারবারের নতুন এসপি হচ্ছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে বারাসত পুলিশ জেলার নতুন এসপি হচ্ছেন রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি আগে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি পদে ছিলেন। পাশাপাশি শিবপ্রসাদ পাত্রকে ডেপুটি কমান্ডান্ট, রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ তৃতীয় ব্যাটালিয়ন থেকে হুগলি গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে থাকা সুরিন্দর সিংহকে হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার করা হয়েছে। অন্যদিকে হাওড়া গ্রামীণের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়কে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশেরতৃতীয় ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডান্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও রাজ্য পুলিশের রদবদল প্রসঙ্গে রুটিন বদলিই বলা হচ্ছে নবান্নর তরফে।

অবশেষে উচ্চ প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের শুরু স্কুল সার্ভিস কমিশনের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি স): উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক এই দাবি নিয়ে বেশ কয়েকবার বিক্ষোভে বসেন হবু শিক্ষকরা। অবশেষে হবু শিক্ষকদের জন্য সুখবর। ফের উচ্চ প্রাথমিকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সোমবার উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ভেরিফিকেশনের নির্দেশিকা জারি এসএসসির।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, অনলাইনে আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে চাকরি প্রার্থীদের নথিপত্র জমা করতে হবে। নথি জমা দেওয়ার শেষ দিন ২০ জানুয়ারি। কমিশনের ওয়েবসাইট ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ন্দ্রত্রন্ঠত্নএদ্রস্থ্বনম্স্ত্ব.ত্বদ্রব্ব- আবেদন করতে হবে। আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে তথ্য হিসেবে দিতে হবে ভোটার কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্স কিংবা প্যান কার্ড পাসপোর্ট বা আধার কার্ড। তাছাড়াও মধ্যমিকের প্রবেশপত্র। মধ্যমিকের মার্কশীট। উচ্চ মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট। স্নাতকের সমস্ত মার্কশীট। পেশাদার যোগ্যতার সমস্ত মার্কশীট। জাতিগত শংসাপত্র। বর্তমান সময়ে এক কপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙিন ছবি।

বঙ্গ ধ্বনি যাত্রা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোলপার্ক- এ পথে তৃণমূল

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : একুশের নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক দলগুলির শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। বিজেপির গৃহ সম্পর্ক অভিযান শুরু করতেই পাল্টা বঙ্গধ্বনি কর্মসূচির আয়োজন করে তৃণমূল। চলতি মাসের শুরু থেকেই এই কর্মসূচির হাত ধরে পথে নামে তৃণমূল। সোমবার বঙ্গধ্বনি কর্মসূচির শেষ দিন। আর তাই বঙ্গ ধ্বনি যাত্রা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোলপার্ক থেকে মিছিল তৃণমূলের।

লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। তার আগেই রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে দেওয়া হচ্ছে সাধারন মানুষের হাতে বঙ্গ ধ্বনি কর্মসূচির মাধ্যমে।

এএমইউ কবে দারভাঙ্গা মহারাজের ঋণ শোধ করবে : আর কে সিনহা

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ)-এর শতবর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রেখে ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন। দেশের মুসলিমদের মূলধারার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের ঐতিহ্য। মোদী জি বলেছিলেলন, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পড়ুয়ারা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন। বিগত ১০০ বছরে ভারতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দেশের সম্পর্ক মজবুত করার পিছনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

এবার পুরানো বিবাদ ভুলে যাওয়ার সময়

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মহম্মদ আলি জিন্নার ছবি এখনও কেন রয়েছে, তা এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না? এ বিষয়ে বিবাদ ইতিমধ্যেই হয়েছে। পাকিস্তান গঠনে এএমইউ পড়ুয়াদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করার কোনও মানে নেই এখন। পুরানো কথা ভুলে এখন এগিয়ে যেতে হবে। এখানে হিন্দির পাশাপাশি উর্দুও পড়ানো হয়। সংস্কৃতও পড়ানো হয়। কোরানের পাশাপাশি গীতাও পোড়ানো হয়। এটাই এই মহান দেশের শাশ্বত শক্তি। আমরা দুর্বল হয়ে দেব না।

নিশ্চিতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ খান একশো বছর আগে এএমইউ-র ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে দেশ এবং বিশেষত মুসলমানদের উপকার করেছিলেন। এটাও ভাবার বিষয় হল, মুসলমানরা সৈয়দ আহমদ খানের মতো ব্যক্তিত্ব পুনরায় কেন পেল না। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, যাতে দেশের মুসলমানরা দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠতে পারেন। এটা মনে রাখা দরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের দারভাঙ্গা মহারাজ রামেশ্বর সিংও। তিনি আলিগড়ের মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন এবং সেখানে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে খুব কম মানুষই জানেন। এএমইউ-র অধ্যাপক পঙ্কজ পরাশার বলেছিলেন, ১৯২১ সালের ৯ জুন, দারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং যখন অ্যাংলো মহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ (বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়)-এ এসেছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্ট্রেচি হল"-এ তিনি জনগণের উপস্থিতিতে প্রভাব বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সেই সমস্যা তিনি "অ্যাংলো মহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ"-কে কুড়ি হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন।

সেই সময় ভারতে এক তোলা সোনার দাম ছিল ১৮ টাকা ৯৩ পয়সা। সেই অনুসারে, তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০৫৩ তোলা সোনার সমতুল্য টাকা দান করেছিলেন। বর্তমানে ১০৫৩ গ্রাম সোনার দাম প্রায় ৫২,৬৫০,৩০০ (পাঁচ কোটি, ছাব্বিশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার, তিনশো টাকা)। দারভাঙ্গার মহারাজ রামেশ্বর সিংয়ের প্রদত্ত এই অনুদান আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি অমুসলিম দ্বারা প্রদত্ত অনুদানের মধ্যে বৃহত্তম এবং সর্বোচ্চ হিসাবে স্থান পেয়েছে। দারভাঙ্গার মহারাজের এত বিশাল অবদানের পরে এএমইউ-তে তাঁর নাম অনুসারে কোনও হল অথবা গ্রন্থাগার রাখা হয়নি। এএমইউ প্রশাসনকেও দেরি না করে এই দিকটি বিবেচনা করতে হবে। পন্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং আলিগড়ের রাজপুত রাজারও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।

এগিয়ে আসুক গোটা দেশের যুব সমাজ

এখনই এএমইউ-তে একটি সমস্যা রয়েছে যে, মূলত উত্তর প্রদেশ এবং বিহার থেকেই যুবসম্প্রদায় এখানে আসে। কোনও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তা মোটেও সুখের নয়। গোটা দেশের যুবসম্প্রদায় যাতে এখানে ভর্তি হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ)-এর শতবর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলেছিলেন, সমাজে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকে, কিন্তু দেশের স্বার্থ অর্জনের কথা যখন আসে তখন সমস্ত বিভেদকে একপাশে রাখা উচিত। অর্থাৎ দেশের দেশের সম্পদের উপর মুসলমানদেরও সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। স্পষ্টতই কোনও প্রধানমন্ত্রী কীইবা করবেন?

স্যার সৈয়দ একেবারে দিল্লিপ্রেমী ছিলেন

রাজধানীর দরিয়াগঞ্জ এলাকায় স্যার সৈয়দ আহমেদের জন্মস্থানের বাইরে অন্তত একটি পাথর তো অবশ্যই বসানো উচিত এএমইউ-কে। পরিস্থিতি এমন যে কোনও অজানা মানুষের পক্ষে স্যার সৈয়দ আহমেদের জন্মভিটে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। খুব কষ্টেই অনেকে তাঁর বাড়ি খুঁজে পান। ওই বাড়িতেই ১৮১৭ সালের ১৭ অক্টোবর তাঁর জন্ম হয়েছিল। দিল্লিতে তাঁর পরিবারের যথেষ্ট নাম ছিল। এখন তাঁর বাড়ির অবশিষ্ট্যাংশও নেই। জরাজীর্ন বাড়িতে গরু ও গবাদি পশু বাঁধা থাকে। স্যার সৈয়দ একেবারে দিল্লিপ্রেমী ছিলেন। তিনি তিনি দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিস্তম্ভগুলির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছিলেন যার নাম ছিল "অসরারুসনাদিদ"। ১৮৪২ সালে তা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বইতে দিল্লির ২৩২টি ঐতিহাসিক ভবনের বিষয়ে উল্লেখ ছিল। যাইহোক, গোটা দেশের আকাঙ্খা হল, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, খেলোয়াড়, কবি, লেখক প্রভৃতি দিতেই থাকুক।(লেখক প্রবীণ সম্পদক এবং রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বর্তমান প্রজন্ম ও ড্রাগস

আশীষ কুণ্ডু

'বাবা ভোলানাথের চরণে-এ-সেবা-লাগে -এ মহাদেব'।

শোনা যায় দেবাদিদেবের চ্যালারা গাঁজা খেতেন। যদিও এই তত্ত্বে পিছনে সেই আদিকাল থেকেই একটা ষড়যন্ত্র আছে। ঈশ্বরের সঙ্গে নেশাকে জুড়ে একটা লজিক দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা---যে এটা বাবা ভোলানাথের প্রসাদ। নেশা বস্তুটি সেই অনাদিকাল থেকেই আছে-খুখে-দুখে, অজুহাতে অভ্যাসে। যত দিন গেছে, পৃথিবী পুরনো হয়েছে, মানুষ নতুন নতুন নেশা আবিষ্কার করেছে। গাঁজা, মদ, আফিম, চরস, ট্যাবলেট, কোকেন, মারিজুয়ানা, ব্রাউন সুগার, মোদক, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা আরও কতরকম। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে অনেক জীবনদায়ী ওষুধ যা বিশেষ রোগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার কথা, সেই ওষুধগুলোর বেশিমাত্রায় প্রয়োগ করেও নেশার পথ খুঁজছে নেশাসক্তরা। পরিণতি ভয়ঙ্কর। মানুষ আসলে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, একটু আধটু হারিয়ে যাওয়ার আনন্দে। এইভাবে তমসায় মিশে যায় নিঃসাড়ে কতশত সবুজ প্রাণ। গাঁজা, আফিম এই নেশাগুলো শতাধিক বছরের পুরনো। এর পাশাপাশি ধীরে ধীরে অন্যান্য 'ড্রাই' নেশা বা ড্রাগের নেশা, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে মারণ রোগের মতো।

গত চল্লিশ, পঞ্চাশ বা আরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে নবীন প্রজন্ম ড্রাগের মোহে পড়েছে। আমার চেনাজানা বন্ধুদের মধ্যে এর প্রকোপ দেখেছি। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে তাদের দেখেছি কাউকে স্মৃতিভ্রষ্ট হতে, কাউকে মানসিক ভারসাম্য হারাতে এবং কারো কারো অকালমৃত্যু। এই নেশার কারণ খুঁজতে গেলে অনেকগুলো দিক উঠে আসে তরুণ প্রজন্ম উত্তেজনা ও আবেগর বশ। চটজলদি পাওয়া উত্তেজনা এদের আকৃষ্ট করে। অবসা। বর্তমান যুগের গতিশীল ব্যবস্থায় বাবা, মায়েরা সময় দিতে পারে না সন্তানদের। তরুণ অবস্থায় সব অজানাকে আজান্তে দেখার, বোঝার, চাখার কৌতুহল। পড়াশোনায় শ্রেষ্ঠ হবার চাপ। বড়লোকের সন্তানের অপ্রতুল পকেটমানি জনত অহংকারে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। ব্যর্থ প্রেমের সহাশা। ইন্টারনেটের অন্ধার অংশের হাতছানি। বেকারত্বজনিত হতাশা। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন।

তবে বেশিরভাগই শখে, একটু নেশা মজা নিয়ে দেখি—এই ভাবনা থেকে নেশায় জড়িয়ে পড়ে। ফিল্ম জগতের অনেকে আবার এটাকে স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে জীবনশৈলির অঙ্গ করে নিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, পার্টিতে যদি তরলের সঙ্গে ড্রাগের বন্দোবস্ত না থাকে, সেটা নাকি বড় খেলো ব্যাপার হয়ে যায় বলিউডে। সম্প্রতি অজানা কারণে মৃত সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুরহস্যের তদন্তের কাজে নেমে তদন্তকারী সংস্থা এনসিবি কিন্তু ড্রাগচক্রের কালোছায়া দেখতে পাচ্ছে এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে। মৃত্যুটা হত্যা, আত্মহত্যা, না আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়েছিল সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে। কিন্তু ড্রাগের থাবায় বর্তমান প্রজন্মের তারকারা, এই সত্যটা সমাজের কাছে, দেশের মানুষের কাছে ধীরে ধীরে আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ড্রাগ বা শুকনো নেশা কখনো ধুম্রপানে, কখনো নাসিকার দ্বারা, কখনো ইনজেকশন, কখনো ট্যাবলেট রূপে নেশাগ্রস্তরা গ্রহণ করে। মানব মস্তিষ্কে ড্রাগের কাজ হল 'ডোপামিন' ক্ষরণ। ডোপামিন মূলত একটি নিউরো-ট্রান্সমিটার। ড্রাগ ব্রেনের মেসেজ সিস্টেমে প্রভাব ফেলে। পরিণামে ডোপামিন ক্ষরণ হয় এবং মস্তিষ্ক তরঙ্গ মারফত এক আনন্দে নিমজ্জিত হয় নেশাগ্রস্তরা। তখন মানব মস্তিষ্ক বার বার এই আনন্দধারায় নিমজ্জিত হতে যায়। ব্যক্তি নেশার দাস হয়ে যায়। ড্রাগ হচ্ছে আন্ডরওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। খুব কাছেই থাকবে বেআইনি অস্ত্রব্যবসা। সুতরাং এই ড্রাগের ব্যবসা ছাড়াতে হবে। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অপরিণত বয়সের নবীন প্রজন্ম এতে প্রলুব্ধ হচ্ছে নেশার অবৈধ আনন্দে। ব্যবসা ফুঁলেফেঁপে উঠছে। এই পয়সা আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাফিয়ার হাত ঘুরে আবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডতেও লাগানো হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের সর্বনাশ যা ঘটার তা তো ঘটছেই সঙ্গে তাদের পরিবার এবং দেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে দুদিক থেকেই নেশা এবং সন্ত্রাস। মেধা যদি নেশার দাস হয়ে যায়, সেই দেশের বা জাতির বিকাশ তো হয়ই না, পঙ্গ হয়ে যায় সমাজব্যবস্থা। ভারতবর্ষে চোরাপথে ড্রাগস ঢোকে। মূলত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার দুর্গম অঞ্চল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা সীমানা, দক্ষিণে শ্রীলঙ্গা থেকে জলপথে বাংলাদেশের সীমানা দিয়ে এবং মুম্বাই গোয়ার বন্দরপথে এই ড্রাগস ভারতে ঢোকে। যারা এই ড্রাগস চক্রের চালান করে তাদের ড্রাগস পেডলার বলা হয়। এর থেকে মুক্তি পেতে গেলে সরকারকে নজরদারি বাড়াতে হবে। একটা সামগ্রিক যোজনা করতে হবে। সচেতন করতে হবে যুবসমাজকে। তাদের সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে। খেলাধুলা, যোগাভ্যাস ইত্যাদির চর্চা শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ করে তুলতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য নির্মল আনন্দের সন্ধান দিতে হবে যুবসমাজকে। নাটক, কবিতা, গান, কুইজ—এগুলোর চর্চার মধ্যে সবাইকে টেনে আনতে হবে। আমাদের যারা আদর্শ, যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষদের কথা পাঠ্যবইতে আরও বিশদে জানাতে হবে। যারা মাদকাসক্ত তাদের উপযুক্তি চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সমাজের মুলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এরজন্য সরকারকে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। পরিবারের বড়দের শত ব্যস্ততার মধ্যেও ছোটদের খেয়াল রাখতেই হবে, যাতে তারা বিপথে না যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষিতে পশু ও কায়িক শ্রম কমিয়ে যন্ত্রের ব্যবহারে জোর

খায়রুল আনাম

সৃষ্টির আদিপর্বে মানব সভ্যতায় মানুষ যখন থেকে ধরিত্রীকে কর্ষণ করে বীজ বপনের মধ্য দিয়ে ফসল উৎপন্ন করতে শিখেছে, তখন থেকেই মানুষ ধরিত্রীকে কর্ষণ করার জন্য পশু শক্তির ব্যবহার আর কায়িক শ্রমের উপরে নির্ভর করেছে সবচেয়ে বেশি। বহু যুগ ধরে চলে আসা এই প্রথা এবার প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপন্নের জন্য ভূমিকে কর্ষণ করার যে প্রথা রয়েছে তা একটু একটু করে লুপ্ত হতে চলেছে। কৃষিক্ষেত্রকে কর্ষণ করার জন্য হাল-বলদের ব্যবহারের যে প্রথা ছিলো তা অনেকখানিই কমে গিয়েছে ট্রাক্টর -সহ অন্যান্য কৃষিযন্ত্রে ব্যবহারের ফলে । জমি কর্ষণ বা চাষের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে সাথে ফসল কাটা, মাঠ থেকে বাড়ি পর্যন্ত পরিবহণ, ঝাড়াইমাড়াই সব ক্ষেত্রেই যন্ত্রে ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যন্ত্রে ব্যবহার পদ্ধতি যতো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে ততোই কমছে কায়িক ও পশু শ্রমের ব্যবহার। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে এখন যান্ত্রিকীকরণের দিকেই ধাবিত হচ্ছে দ্রুততার সাথে। এই কর্মসূচিতে রাজ্য কৃষি দফতর যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প শুরু করেছে, তাকে এবার আরও বেশি মাত্রায় কার্যকরী করে কৃষিক্ষেত্রে কায়িক শ্রম ও পশু শক্তির ব্যবহারকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই প্রকল্পে বিগত বছরে রাজ্যের মধ্য বীরভূম জেলা প্রথম স্থান অধিকার করায়, এবার এই প্রকল্পে বীরভূম জেলাকে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এজন্য জেলার কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য উৎসাহিত করতে, জেলার প্রতিটি ব্লকে আবেদনপত্র গ্রহণ করার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। যে সব আবেদনপত্র ইতিমধ্যে জমা পড়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তারই ভিত্তিতে যাঁদের আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে তাঁদের অক্টোবর চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে রাজ্য কৃষি দফতর। জানা যাচ্ছে, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে মোটারচালিত যন্ত্র কেনার জন্য ৭ হাজার ৫০০০টি মানবচালতি ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়ায় দেবারজন্য ১০৮টি আবেদপত্র জমা পড়েছে। অনলাইন পদ্ধতিতে এইসব আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। পাম্প সেট, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার, রোটোভেটর প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা রয়েছে এই প্রকল্পে। যে সব চাষি ডিলারের কাছ থেকে কৃষি যন্তকপাতি কিনবেন, তারপর সেই জিএসটি বিল সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে জমা দিলেই ভর্তুকির টাকা ওই চাষির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকে যাবে।

আর যাঁরা ব্যবসার জন্য কৃষি যন্ত্র কিনে ভাড়া দিবেন, তাঁরা প্রতিটি যন্ত্রে ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে ৪০ শতাংশ ভর্তুকি পাবেন। আর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবেন ৩৫ শতাংশ, আর মূল দামের ২৫ শতাংশ বহন করতে হবে কৃষিযন্ত্র ব্যবসায়ীকেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার বিরোধী দলনেতা রামনগরে আক্রান্ত পরিবারের সাথে দেখা করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি, বিধানসভার অধিবেশনে সোচ্চার বিধায়ক কমলাক্ষ

গুয়াহাটি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাংলাকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সরকারি সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিধানসভার অধিবেশনে সরকার পক্ষকে তীব্র আক্রমণ করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। গত ২২ ডিসেম্বর রাজ্য ক্যাবিনেটের বৈঠকে বড়ো ভাষাকে সরকারের সহযোগী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারি কাজে এবার অসমিয়ার পাশাপাশি বড়ো ভাষাও ব্যবহার করা যাবে। ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে আজ সোমবার থেকে অনুষ্ঠেয় তিনদিনের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই সরব হলেন কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

অধ্যক্ষ হীতেশ গোস্বামীর মাধ্যমে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সরকার পক্ষকে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, বড়ো ভাষায় কথা বলেন মাত্র ১ লক্ষ ৪১ হাজার মানুষ। অথচ সমগ্র অসমে বাংলা ভাষায় কথা বলেন ৯০ লক্ষ ২৪ হাজারের বেশি জনতা। রাজ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ সংখ্যক জনগণ বাংলা ভাষী। তা-হলে বাংলাভাষী এত বিশাল জনগণকে উপেক্ষা করে বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো কেন? এই প্রশ্ন তুলে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালি এবং বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে বলেও বিধানসভা অধিবেশনে সরব হন কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ। কমলাক্ষ বলেন, ভাষা সার্কুলার আইন ১৯৬০-এ রাজ্যের প্রতিটি ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ বিজেপি সরকার ভাষা সার্কুলারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের মর্জিমাফিক রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে একের পর এক সংবিধান বিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেন বিধায়ক। তিনি বলেন, আসলে বাঙালি-প্রীতি হলো বিজেপি সরকারের বহিরাবরণ। অন্তরে বাঙালি বিদ্বেষ পুষে রেখেই বিশাল সংখ্যক বাঙালির সঙ্গে বিজেপি সরকার চরম বঞ্চনা করছে। এভবে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ সদনে তুলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

বিধায়ক কমলাক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি ভাষাকে সরকার সমান মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে থাকে। বাংলা ভাষা একটি উন্নত ভাষা। বরাক উপত্যকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুল রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য ভাষা যেমন, বড়ো, দেউরি, কছাড়ি, কারবি, মিসিং সহ আরও অনেক ভাষা এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার মতো উন্নত হতে পারেনি। তাই পশ্চাদপদ এই সকল ভাষা ও জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বসবাসরত প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা বলার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। বড়ো চুক্তির বলেই বড়ো ভাষাকে সহযোগী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এখানে রাজ্য সরকারের অন্য ভাষাকে অবমাননা করার কোনও উদ্দেশ্য নেই বলে বিধানসভায় জানান মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে অরুণ জেটলির মূর্তি উন্মোচন

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির ৬৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার রাজধানী দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে তাঁর মূর্তির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছয় ফুট লম্বা, ৮০০ কিলোগ্রাম ওজনের এই মূর্তিটি বানাতে খরচ হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকা। অরুণ জেটলির মূর্তি উন্মোচন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক ক্রিকেটীয় মুহূর্তগুলির সাক্ষী থাকা ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে সম্মানীত এবং আনন্দিত মনে করছি। অরুণ জেটলির কথা স্মরণ করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী এবং অরুণ জেটলির মধ্যে অনেক গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একজন প্রকৃত তার্কিক চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর কাছে সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব আগে থেকেই যেন প্রস্তুত করা থাকত।

এর আগে নিজের টুইট বার্তায় অরুণ জেটলির স্মরণে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে অমিত শাহ লিখেছিলেন, তিনি একজন উৎকৃষ্ট সাংসদ ছিলেন। তাঁর মত প্রকৃত জ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখা যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে বড় অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। উৎসাহ এবং নিষ্ঠাভরে দেশের সেবা করে গিয়েছেন। মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ময়ক সংস্থার সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর-সহ দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার বিশিষ্ট আধিকারিকরা। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজনীতি ছাড়াও ক্রিকেটের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ছিল অরুণ জেটলির। ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৪ বছর দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন তিনি।

অর্থ তছরুপ মামলায় স্ত্রীকে ইডি-র তলব, ক্ষুব্ধ সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব অ্যান্ড মহারাষ্ট্র কো-অপারেটিভ (পিএমসি) ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারি মামলায় শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী বর্ষা রাউতকে ফের ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট (ইডি)। ইডি সূত্রের খবর, ২৯ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) বর্ষাকে হাজিরা হতে বলেছে ইডি-র অফিসে। ওই দিন তাঁকে আর্থিক তছরুপের মামলায় জেরা করা হতে পারে। এই নিয়ে তৃতীয়বার বর্ষাকে ডেকে পাঠাল ইডি। এর আগে দু'বার তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি আসেননি। কেউ যদি পর পর তিনটি তলব এড়িয়ে যান, তখন ইডি তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে।

এদিকে স্ত্রীকে ইডি-র সমন পাঠানোর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সঞ্জয় রাউত। সোমবার রাউত বলেছেন, প্রথম এক বছরে, শরদ পওয়ার, একনাথ খাডসে এবং প্রতাপ সারনায়ক নোটিস পেয়েছেন এবং আমার নাম নিয়ে আলোচনা চলছে। মহারাষ্ট্রে সরকার ঘটনা এঁরা

ছয়ের পাতায়

প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম বিসর্জন হাফলঙের দিয়ুং নদীতে

হাফলং (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ডিমা হাসাওজেলা সদর হাফলং শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরবর্তী দিয়ুং নদীতে। শান্তি ও সদভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সোমবার ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে হাফলং রাজীব ভবনের সামনে প্রয়াত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মী সবাই প্রয়াত নেতা তরুণ গগৈর প্রতিচ্ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা, উপ-সভাপতি মায়ানন কেম্প্রাই, সাধারণ সম্পাদক কালিজয় সেংইয়ং, কংগ্রেস নেতা লোকমণি লাংথাসা, তুষারকান্তি দেব, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ড্যানিয়েল লাংথাসা, মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী হিমাদ্রিকা বাটারি প্রমুখ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে নির্মল লাংথাসা বলেন, প্রয়াত তরুণ গগৈ সত্যিকার অর্থে একজন জনদরদি নেতা ছিলেন। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের জন্যই আজ ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই প্রয়াত নেতা তরুণ গগৈয়ের এই প্রচেষ্টাকে সফল করে পাহাড়ি জেলার সব জাতি-জনগোষ্ঠী যাতে এক সঙ্গে শান্তি সম্প্রতি বজায় রেখে বসবাস করেন এই আহ্বান জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৫৫ জনের, পাকিস্তানে মোট করোনা-আক্রান্ত ৪.৭৩ লক্ষ

ইসলামাবাদ, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৪ জন। রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনের। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৯,৯২৯ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০৯ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৪ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৯২ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৩,৩০৯। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৯,৪৮৮। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৪,২৩,৮৯২ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৬.১৩ শতাংশ।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন বাদে একুশের নির্বাচন। কিন্তু এরই মাঝে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনের চত্বর। সেল্ফ এমপ্লয়েড লেবার অর্গানাইজেশনের বৈঠকে সমাধানসূত্র না মেলায় রাজ্যের মন্ত্রীদের ঘিরে বিক্ষোভ অসংগঠিত শ্রমিকদের। অসংগঠিত শ্রমিকদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম চত্বর।

এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম, শ্রম মন্ত্রি মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে সেল্ফ এমপ্লয়েড লেবার অর্গানাইজেশনের একটি বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু সেই বৈঠকে মেলেনা সমাধানসূত্র অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। বৈঠকে সমাধানসূত্র না মেলায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তা অবরোধ করে অসংগঠিত শ্রমিকরা। এমনকি বিক্ষোভকারীরা গেট ভেঙে ফেলে, ফ্লেক্স ছিড়ে ফেলে,শ্রমদফতরের অনুষ্ঠানের চেয়ার ছোড়াছুড়ি করে বলে অভিযোগ।ফিরহাদ হাকিম মলয় ঘটক রাজ্যের মন্ত্রীদের সামনেই বিক্ষোভ দেখায় তারা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সেল্ফ এমপ্লয়েড লেবার অর্গানাইজেশনের বৈঠকে সমাধানসূত্র না মেলায় তার পথ অবরোধ করেছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার খাতে যে টাকা তোলা হত, তার জন্য এই অর্গানাইজেশন কমিশন পেত। কিন্তু গত এপ্রিল মাস থেকে এই কমিশন পাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছে ফিরহাদ হাকিম, মলয় ঘটক। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ঘটনাস্থলে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বাদানুবাদে, ধস্তাধস্তিতে উত্তপ্ত নেতাজি ইন্ডোর চত্বর। বিক্ষোভকারীরা অবস্থানে বসেছেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,বেতনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের ডাকা হয়েছিল। কিন্তু এদিন মন্ত্রীরা এই সম্পর্কে কিছু বলেনন পুলিশের বিরুদ্ধেও নিগ্রহের অভিযোগ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, তাঁদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনা হয়েছে। দাবি না মেটা পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি বিক্ষোভকারীরা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি পেলেন সুমিত নাগাল

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ২০২১ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি পেলেন টেনিস প্লেয়ার সুমিত নাগাল । পুরুষদের সিঙ্গলসে মূলপর্বের ড্র'য়ের জন্য ৭ জন প্লেয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। সেখানে অ্যান্ডি মারে, জন ও'কোনেলদের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে সুমিত নাগালের নাম।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে পুরুষ সিঙ্গলসে ওয়াইল্ড কার্ড এন্টির জন্য একটি মাত্র স্থানই বরাদ্দ ছিল। ওয়াইল্ড কার্ডের সমস্ত মানদন্ডগুলিতে নির্বাচকদের আশ্বস্ত করে একমাত্র জায়গাটি ছিনিয়ে নিলেন গত দু'টি মরশুমে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে জায়গা করে নেওয়া এই ভারতীয় টেনিস প্লেয়ার। মহিলাদের সিঙ্গলসে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে সেই স্থানটি আদায় করে নিয়েছেন চিনের ওয়াং জিয়ু।

২০২১ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নাগালের কেরিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম হতে চলেছে। মেলবোর্ন পার্কে ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি পেয়ে খুশি ভারতীয় টেনিস প্লেয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তাও দিয়েছেন। নাগাল লিখেছেন, '২০২১ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের জন্য যারা আমায় নির্বাচিত করতে সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কঠিন পরিস্থিতিতেও টুর্নামেন্টকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য টেনিস অস্ট্রেলিয়াকে ধন্যবাদ।' নাগালের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে ২০২১ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি পেলেন গ্রেট ব্রিটেন তারকা অ্যান্ডি মারে। দু'বছর পর মেলবোর্ন পার্কে মারের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ডিরেক্টর ক্রেগ টিলে।

দিল্লি মেট্রোর বিস্তারের মাধ্যমে মেক ইন ইন্ডিয়াকে উৎসাহ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিল্লি মেট্রোতে প্রথম চালকহীন ট্রেনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। দিল্লি মেট্রোর বিস্তারের মাধ্যমে " মেক ইন ইন্ডিয়াকে " উৎসাহ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা লিখেছেন, দিল্লিতে দেশের প্রথম চালকহীন মেট্রো এবং এয়ারপোর্ট লাইনে ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ডের শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আত্মনির্ভর ভারতের দিশায় দিল্লি মেট্রোকে আধুনিক সুবিধায় ভরিয়ে তুলতে নিরন্তন কাজ করে যাওয়া হচ্ছে। দিল্লিতে আসা দেশের প্রতিটা মানুষ ন্যাশনাল

ছয়ের পাতায়

কৃষকদের দাবি নিয়ে উদাসীন কেন্দ্র : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার এই দাবি করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুধুমাত্র ভারতকে আত্মনির্ভর বানাতে তৎপর। কিন্তু দেশের অন্নদাতাদের আওয়াজ তিনি শুনছেন না। কৃষকদের আত্মনির্ভর না করলে দেশ কখনো আত্মনির্ভর হবে না বলে দাবি করেছেন তিনি।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, কৃষকদের আত্মনির্ভর না করলে দেশ কখনো আত্মনির্ভর হবে না। কৃষি বিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষকদের বাঁচাতে হবে। দেশকে বাঁচাতে হবে। কৃষকদের সমস্যার সমাধান তখনই হবে যখন সরকার তাদের কথা শুনবে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে সরকার নিজের বিরুদ্ধে যে কোনো অসন্তোষকে আতঙ্কের নজরে দেখছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ দেখিয়ে চলেছে কৃষকেরা। যদিও চলতি মাসের শেষের দিকে তারা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।

করোনা দিশা নির্দেশ আগামী বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল রাখল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সোমবার করোনা সংক্রান্ত দিশা নির্দেশ সম্প্রসারণ করে আগামী বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত বহাল করেছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে কম হলেও কোনো গাফিলতি করা উচিত নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে বিশ্বের নতুন করে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্রিটেনে করোনা নিজের চরিত্র বদল করেছে। ফলে সকলকে বাড়তি সতর্ক হতে হবে। সক্রিয় এবং নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত পড়তির দিকে। যদিও গোটা পৃথিবীতে করোনা নতুন করে বেড়ে চলেছে। কোন রকমের ঢিলেমি নয়। সতর্ক হয়ে চলতে হবে। করোনা বিধি মানতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই অস্থায়ীভাবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃটেনের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে ভারত। ব্রিটেন থেকে আগত যাত্রীদের ওপর নজরদারি চলছে।

নির্বাচনে ভরাডুবি নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে নজিরবিহীন রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। লোকসভা নির্বাচনে আমেঠি কেন্দ্রে রাহুল গান্ধীর যে অবস্থা হয়েছিল ঠিক একই দশা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়েছে। সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে এ কথা জানিয়েছেন স্মৃতি ইরানি। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন, গ্রামীণ ভারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আস্থা দেখিয়েছে। এমনকি জম্মু ও কাশ্মীর জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

সোমবার রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, সকলের উন্নয়নের সংকল্প নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে গত রবিবার পর্যন্ত একটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন, ১১টি রাজ্যে উপনির্বাচন, ৮টি স্থানীয় পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি অভূতপূর্ব জয় পেয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ ২৪২ জেলা পঞ্চায়েত আসনে বিজেপি জিতেছে ১৮৭। পাশাপাশি ওই রাজ্যের ৬৪৫০ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি প্রার্থীর জয় যুক্ত হয়েছেন। বিজেপি পাসিঘাট মিউনিসিপাল কাউন্সিলে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সেই একই কাউন্সিলে কংগ্রেস মাত্র দুটি আসন পেয়েছে। গোয়াতে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য তুলে ধরে স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, ৪৮ আসনের মধ্যে বিজেপি জয়লাভ করেছে ৩৩। জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন স্মৃতি ইরানি। তিনি জানিয়েছেন উপত্যকায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বিজেপি।

প্রয়াত এ আর রহমানের মা করিমা বেগম

চেন্নাই, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী এ আর রহমানের মা করিমা বেগম। সোমবার সকালে চেন্নাইয়ের নিজ বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কিছু দিন থেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন করিমা বেগম। অবশেষে এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোমবার সকালে এ আর রহমান টুইটারে তাঁর মায়ের ছবি পোস্ট করেছেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অনেকেই। সঙ্গীত পরিচালক মোহন রাজাও করিমা বেগমকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের গভীর সমবেদনা স্যার, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।' করিমা বেগম বিখ্যাত মিউজিক কম্পোজার আর.কে শেখরের স্ত্রী। ১৯৭৬ সালে মৃত্যু হয় আর কে শেখরের। এরপর একাই তিনি তিন সন্তানকে মানুষ করেন। অস্কার জয়ী সুরকার এ আর রহমান নিজের জীবনের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর মা-কেই দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মৃত পিচ রাস্তা সম্প্রসারনের কাজে আসা শ্রমিক

ঝাড়গ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হল পিচ রাস্তা সম্প্রসারনের কাজে আসা এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী থানার দুবড়া অঞ্চলের হড়কি গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত শ্রমিকের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ বাউরি (১৮)। বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার চৌকিঘাটা গ্রামে। ঠিকাদার সংস্থা সুত্রে জানা গিয়েছে জামবনী থেকে ঘোড়াম পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার রাস্তা সম্প্রসারনের কাজ চলছে। সেই কাজের জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে লোক জন এসেছেন। তাদের থাকার জন্য হড়কি গ্রামের পাশে একটি মাঠে টিন দিয়ে অস্থায়ী ভাবে ক্যাম্প তৈরী করেছে ঠিকাদার সংস্থা। ওই ক্যামের মধ্যে লরি, ট্রাক্টর, জেসিবি মেশিন চালানোর জন্য ডিজেল তেল মজুত রাখা হত।

জানা গিয়েছে রবিবার রাত দশটা নাগাদ ইলেকট্রিকের তারে শর্ট সার্কিট হয়ে প্রথমে তেলের গোডাউনে আগুন লাগে। সেখানে থাকা প্রথমে একটি ডিজেল ড্রাম খুব জোরে শব্দ করে ফেটে গেলে আগুন সারা ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে। ওই সময় কাজের শ্রমিকে শীতের রাতে কেউ কাঁথা, কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছে আবার কেউ বা খাবার খেয়ে ঘুমাতে যাবেন ঠিক সেই সময় আচমকা চারিদিকে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ায় হতচকিত হয়ে পড়েন শ্রমিকেরা। কেউ কোন দিক দিয়ে বের হবেন ঠিক করতে পারেনি কোন রকম ভাবে ক্যাম্প থেকে বেরয়ে আসতে পারেন সুলেখা বাউরি, লতিকা বাউরি ও রবি বাউরিরা। কিন্তু ক্যাম্পের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে প্লাইউডের উপর ঘুমাতে থাকা কৃষ্ণপ্রসাদ বাউরি কিছু বুঝতেই পারেননি। ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় কৃষ্ণপ্রসাদ।

সোমবার সকালে হড়কি ক্যাম্পে গিয়ে দেখা যায় চারিদিকে ছড়িয়ে ছিঁড়িয়ে পড়ে রয়েছে টিন, ডিজেলের ড্রাম, প্লাইউড, হাড়ি, চাল,ডাল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র। তবে ওই ক্যাম্পে সকালে কোনও শ্রমিকেরা ছিলেন না। তাদেরকে বড়শোল এলাকায় থাকা আর একটি ক্যাম্পে সরিয়ে নিয়ে আসেন ঠিকাদারের লোকজনেরা। বড়শোল ক্যাম্পে গিয়ে দেখা যায় কৃষ্ণপ্রসাদের প্রতিবেশিরা একদিকে বসে হাউ মাউ করে কাঁদছেন। কৃষ্ণপ্রসাদের সম্পর্কিত এক কাকিমা লতিকা বাউরি, জ্যাঠিমা সুলেখা বাউরিরা বলেন 'কিভাবে আগুন লাগনো আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠাই আমরা ঘুমন্ত ছেলেটাকে বের করতে পারলাম না। আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। কি নিয়ে বাড়ি ফিরবো ভাবতে পারছি না। ঈশ্বর সব শেষ করে দিল। আমরা গরীব মানুষ কাজের জন্য এসেছিলাম। আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তা আর ফিরে পাবো না। তবে তার বাড়িতে এক প্রতিবন্ধী বাবা আছেন তাদের কথা ভেবে যেন ক্ষতিপূরণ দেয় তার জন্য আমার আবেদন।

দেশহিতের লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেসে এগিয়ে গিয়েছে : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত দেশপ্রেম, নির্ভীকতা, নিঃস্বার্থ জনসেবা, সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, একতা এবং অখন্ডতা মূল্যবোধের জন্য সংঘর্ষ করে গিয়েছে কংগ্রেস। দেশহিতের লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেসে এগিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সেই মানসিকতা বজায় রেখে কাজ করে চলেছে কংগ্রেস। শতাব্দী প্রাচীন এই দলটির ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে এই কথা জানিয়েছেন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। দলের আনুষ্ঠানিক টুইটার হ্যান্ডেলে সোনিয়া গান্ধীর একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়। সেই ভিডিও বার্তায় দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী জানিয়েছেন, গণ আন্দোলন থেকে জন্ম হয়েছিল কংগ্রেসের। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সামনে এমন অনেক মোড় এসেছে যখন দলের নেতা-কর্মীদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য থেকে কংগ্রেস কখনো পিছিয়ে আসেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের কর্মীদের দ্বীপান্তর করা হয়েছে, জেলে যেতে হয়েছে, লাঠির বাড়ি খেতে হয়েছে। এমনকি বন্দুকের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে। সেই আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। স্বাধীনতার পরে জনগণের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে শক্তিশালী ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে গিয়েছে কংগ্রেস। সোনিয়া গান্ধী আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে স্বাধীনতার আগের পরিস্থিতি দেশে তৈরি হয়েছে। জনগণের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। চারিদিকে স্বৈরাচারী কায়েম হয়েছে। বেকারত্ব বেড়ে গিয়েছে। কৃষকদের ওপর হামলা হচ্ছে। কালা আইন প্রণয়ন করে অন্নদাতাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ফের একবার রুখে দাঁড়াতে হবে এবং দেশকে বাঁচাতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।

সিপাঝাড়ে ট্র্যাক্টর চাপায় হত স্কুল ছাত্র

সিপাঝাড় (অসম), ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : গতকাল ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গৌরীপুরের চাটাইগুড়ি এলাকায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত যাত্রী বাস এবং পণ্যবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু ও মহিলা সহ সাতজনের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও ২০ জনের বেশি যাত্রী আহত হয়েছিলেন। এর রেশ কাটতে না-কাটতে আজ সোমবার দরং জেলার সিপাঝারে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুল ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে সিপাঝাড়ের তরাগাঁওয়ে সংঘটিত হয়েছে এই শোকাবহ সড়ক দুর্ঘটনাটি। বছর ১৪-এর স্কুল ছাত্র জনৈক রেকিবুর রহমান আজ সকালে যখন তার স্কুলে যাচ্ছিল তখন একটি ট্র্যাক্টর এসে তাকে চাপা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ অকুস্থলে গিয়ে ট্র্যাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। অন্যদিকে নিহত রেকিবুরের মৃতদেহ দরং জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

আট সহকারী নিয়ে শুটিংয়ে নায়িকা

আইটেম গানের শুটিং। এক দিনের জন্য ঢাকা থেকে নায়িকা যাবেন ফরিদপুর। দূরের পথে ভয়, সঙ্গে তাই আট সহকারী। একজন নায়িকার সঙ্গে আটজন সহকারী গিয়ে সেটে হাজির হওয়ায় বিব্রত সবাই। কে এই নায়িকা!

ওই শুটিং সেটে উপস্থিত কেউ কেউ বলছেন, একে তো নতুন নায়িকা, এখনো তেমন কোনো আলোচিত ছবি মুক্তি পায়নি তাঁর। তিনি নাকি সঙ্গে করে এনেছেন আটজন সহকারী! এই নায়িকা ঢালিউডের আলোচিত ও সমালোচিত মিষ্টি জান্নাত। ২ অক্টোবর ফরিদপুরে শুরু হয়েছে 'বীরত্ব' ছবির শুটিং। ছবির প্রধান নায়ক-নায়িকা ইমন ও সালওয়া। এই ছবির প্রযোজকের পরের ছবিতে অভিনয় করতে হলে 'বীরত্ব' ছবির আইটেম গানে পারফর্ম করতে হবে। এমন শর্তে রাজি হয়েছেন মিষ্টি জান্নাত।

কিন্তু আটজন সহকারী নিয়ে কেন হাজির হলেন তিনি? জান্নাত জানান, রাত ৯টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত টানা শুটিং করেছেন। আট সহকারীর প্রসঙ্গ উঠতেই কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মিষ্টি জান্নাত। তিনি বলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট আর ম্যানেজারের টাকা তো ইউনিট দেয় না, আমিই দিই। তাঁদের খাবারও শুটিং ইউনিটের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল।' তবে তিনি এ—ও বলেন, 'ঢাকা থেকে অনেক দূর, আম্মুও ছিল না। তাই এত লোক নিয়ে সেখানে যাওয়া। তা ছাড়া "অন্য সমস্যা"র কারণে আমার একটু প্রোটেকশনও দরকার হয়। মানুষ আমাকে মাঝেমধ্যে হুমকি দিয়েছিল। পরিবারের সবাই এ জন্য ভয়ে আছেন। ঢাকার বাইরে শুটিং থাকলে তাই ভিআইপি প্রোটেকশন থাকে।''বীরত্ব' ছবির শুটিংয়ের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিল বলে জানান মিষ্টি জান্নাত। তাই শুটিং ইউনিটের কিছু খাননি তিনি। 'বীরত্ব' ছবির পরিচালক সাইদুল ইসলাম। আর ওই আইটেম গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ভারতের জি বাংলা চ্যানেলের সারেগামাপা চ্যাম্পিয়ন অঙ্কিতা। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ফরিদপুরে ছবিটির শুটিং চলবে।

২ বছরে ১২টি সুপারহিরো সিনেমা

করোনাকালে লকডাউনে প্রায় ছয় মাস বন্ধ ছিল প্রেক্ষাগৃহ। বন্ধ ছিল সিনেমার শুটিংও। স্বল্পপরিসরে শুটিং শুরু হয়েছে, খুলতে শুরু করেছে সিনেমা হল। হলিউড এর ব্যতিক্রম নয়। তবে মুশকিল হয়েছে ছবি মুক্তিতে। পিছিয়ে যাওয়া ছবি এবং নতুন ছবি মিলে আগামী দুই বছরে সুপারহিরো সিনেমার যেন জোয়ার বয়ে যাবে। সুপারহিরো সিনেমার ছবিগুলোর হিসাব—নিকাশ করে দেখা গেছে, আগামী দুই বছর ২০২১ ও ২০২২ সাল হতে যাচ্ছে সুপারহিরো ছবির মেলা।

আগামী দুই বছরে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনির্ভাসের ৮টি সিনেমা মুক্তি পাবে। এর মধ্যে ২০২১ সালে মুক্তি পাবে "ব্ল্যাক উইডো", "সাং---চি অ্যান্ড দ্য লিজেন্ড অব দ্য টেন রিংস", "এটারনালস", "স্পাইডারম্যান: ফার ফ্রম হোম"—এর নাম ঠিক না হওয়া সিকুয়েল। পরের বছর ২০২২ সালে মুক্তি পাবে "থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার", "ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস", "ব্ল্যাক প্যান্থার টু", "ক্যাপ্টেন মার্ভেল টু"।

এর মধ্যে ব্ল্যাক উইডো ও এটারনালস---এর শুটিং শেষ। প্রস্তুত হচ্ছে অন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলোও। সনি পিকচার্স ও ডিসি ফিল্মস তাঁদের ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে আগামী দুই বছরে মুক্তি পাচ্ছে মোট ১২টি ছবি।

সুপারহিরো সিনেমা নিয়ে এমনিতেই উন্মাদনা থাকে। এবার দুই বছরে একসঙ্গেই মুক্তি পাবে এতগুলো সিনেমা।

সুপারহিরো ভক্তদের জন্য এ এক সুখবর বটে। শুধু তা—ই নয়, একই সময়ে মুক্তির কথা শোনা যাচ্ছে হলিউডের বড় বাজেটের সিনেমাগুলোও।

প্রস্তুত হচ্ছে অন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ছবিগুলোও। সনি পিকচার্স ও ডিসি ফিল্মস তাঁদের ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে আগামী দুই বছরে মুক্তি পাচ্ছে মোট ১২টি ছবি।

২০২১ সালে দেখা যাবে এই সিনেমাগুলো

১৯ মার্চ: মরবিয়াস (সনি পিকচার্স)
৭ মে: ব্ল্যাক উইডো (মার্ভেল স্টুডিওস)
২৫ জুন: ভেনম: লেট দেয়ার বি কারনেজ (সনি পিকচার্স)
৯ জুলাই: সাং চি অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড অব দ্য টেন রিংস (মার্ভেল স্টুডিওস)
৬ আগস্ট: দ্য সুইসাইড স্কোয়াড (ডিসি ফিল্মস)
৫ নভেম্বর: এটারনালস (মার্ভেল স্টুডিওস)
১৭ ডিসেম্বর: স্পাইডারম্যান: ফার ফ্রম হোম সিকুয়েল (সনি পিকচার্স এবং মার্ভেল স্টুডিওস)

ক্যাপ্টেন মার্ভেলের চরিত্রে ব্রি লারসন

ক্যাপ্টেন মার্ভেলের চরিত্রে ব্রি লারসনসংগৃহীত

২০২২ সালে আসছে যেসব সিনেমা

১১ ফেব্রুয়ারি: থর: লাভ অ্যান্ড থান্ডার (মার্ভেল স্টুডিওস)
৪ মার্চ: দ্য ব্যাটম্যান (ডিসি ফিল্মস)
২৫ মার্চ: ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ইন দ্য মাল্টিভার্স অব ম্যাডনেস (মার্ভেল স্টুডিওস)
৬ মে: ব্ল্যাক প্যান্থার টু (মার্ভেল স্টুডিওস)
৮ জুলাই: ক্যাপ্টেন মার্ভেল টু (মার্ভেল স্টুডিওস

১০ কোটি টাকা ছাড় দিলেন শহীদ

করোনাকালে লকডাউনে বিশ্বজুড়ে চলছে আর্থিক মন্দা। সেই মন্দা গ্রাস করেছে বলিউডকেও। ভয়ংকর আর্থিক সংকটের মুখে বলিউড। বেশ কিছু বলিউড তারকা এই আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এসেছেন। শহীদ কাপুর এক ঝটকায় তাঁর পারিশ্রমিক কমিয়ে ফেলেছেন। 'জার্সি' ছবির জন্য তিনি তাঁর চুক্তি হওয়া পারিশ্রমিক থেকে ১০ কোটি টাকা কমিয়েছেন। করোনার কারণে বলিউডের নির্মাতাদের কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। লকডাউন শিথিল হতেই তাই অনেক নির্মাতা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ঝুঁকি নিয়ে শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে সেটে করোনাসংক্রান্ত সব রকম সুরক্ষা বজায় রাখতে গিয়ে পানির মতো অর্থ খরচ করতে হচ্ছে নির্মাতাদের। তাই আরও আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তাঁরা। তাই এই সময় নির্মাতাদের পাশে দাঁড়ালেন শহীদ। 'জার্সি' ছবির জন্য এক ধাক্কায় অনেকটা পারিশ্রমিক কমিয়ে ফেললেন তিনি।

জানা গেছে, শহীদ "জার্সি" ছবির জন্য দুই রকমভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। একদিকে তিনি ৪০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে "জার্সি" ছবির মুনাফার একটা অংশও নেওয়ার কথা ছিল এই বলিউড সুপারস্টারের। নির্মাতারা শহীদের সব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। করোনার দীর্ঘ বিরতির পর এই ছবির শুটিংও শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। তবে করোনার কারণে নির্মাতারা এই ছবির সব অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিক কমানোর জন্য অনুরোধ করেন। খবর অনুযায়ী, শহীদ নির্মাতাদের এই অসুবিধার কথা উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি তাঁর পারিশ্রমিক কম করতে রাজি হন। জানা গেছে, শহীদ ১০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক কমিয়ে ফেলেছেন। তাই 'জার্সি' ছবির জন্য এই বলিউড নায়ক ২৫ কোটি রুপি নেবেন। তবে নির্মাতারা চুক্তি অনুযায়ী ছবির লাভের অংশ দিতে রাজি শহীদকে।

তেলেগু হিট ছবি 'জার্সি'র হিন্দি রিমেক শহীদের এই ছবিটি। এই স্পোর্টস ড্রামাভিত্তিক ছবিটি পরিচালনা করছেন গৌতম তিন্নানুরি। শহীদ ছাড়া এই ছবিতে আরও আছেন মৃণাল ঠাকুর ও পঙ্কজ কাপুর। এর আগে শহীদ কাপুর অভিনীত তেলেগু 'অর্জুন রেড্ডি' সিনেমার হিন্দি রিমেক 'কবির সিং' সিনেমাটি প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা আয় করে। ২০১৯ সালের সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী সিনেমার তালিকায় এটি তৃতীয়।

বিষন্নতা কাটিয়ে আবার গোয়া গেলেন দীপিকা

দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলো তাড়া করেছিল দীপিকা পাড়ুকোনকে। বলিউডের মাদক---কাণ্ডে উঠে এসেছিল তাঁর নাম। তিনি নাকি মাদকসংক্রান্ত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন ছিলেন! মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) সমন, গণমাধ্যমগুলোর ক্রমাগত আক্রমণ, নেট জনতার কটাক্ষসব মিলিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা ছিলেন তিনি। তবে সেসব ঝেড়ে ফেলে আবার জীবনের পুরোনো ছন্দে ফিরছেন দীপিকা।

শকুন বাত্রার পরের ছবির জন্য গোয়াতে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন দীপিকা। এনসিবির জরুরি তলবে তড়িঘড়ি করে নিজের অংশের শুটিং স্থগিত করেছেন। গোয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন মুম্বাইয়ে। শহরে পা রেখে তিনি এবং তাঁর জীবনসঙ্গী রণবীর সিং এক ডজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। তবুও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রশ্নবাণের মুখে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। এমনকি তাঁদের জেরায় অন্তত তিনবার কান্নায় ভেঙে পড়েন বলিউডের এই 'পদ্মাবতী'। দীপিকার মুঠোফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল তদন্ত সংস্থাটি। সব মিলিয়ে একরাশ বিষণতায় ডুব দিয়েছিলেন তিনি। তবে এখন সবকিছু কাটিয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে চলেছেন দীপিকা।

লকডাউনের আড়মোড়া ভেঙে কাজে ফিরেছিলেন দীপিকা। তবে এনসিবির তলবে মাঝপথে শুটিং ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। তাই গোয়া ছেড়ে মুম্বাইয়ে এসেছিলেন এই বলিউড অভিনেত্রী। খবর অনুযায়ী, আবার মুম্বাই ছাড়তে চলেছেন দীপিকা। শকুন বাত্রার ছবির শুটিংয়ের জন্য বুধবার গোয়া গেলেন দীপিকা।

তবে দীপিকার অনুপস্থিতিতে শুটিং বন্ধ রাখেননি পরিচালক। তিনি এই ছবির অন্য দুই অভিনয়শিল্পী সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং অনন্যা পান্ডের অংশের শুটিং সেরেছেন। দীপিকা আবার তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন। এনসিবি জানিয়েছে, আপাতত আর ডাকা হবে না দীপিকাকে।

দীপিকাকে সর্বশেষ দেখা গেছে মেঘনা গুলজার পরিচালিত 'ছপাক' ছবিতে। ছবিটা সফলতার দেখা পায়নি। তাঁর অভিনীত 'এইট্টি থ্রি' ছবিটি রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায়। কবির খান পরিচালিত এ ছবিতে স্বামী রণবীর সিংয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে দেখা যাবে তাঁকে। বিয়ের পর প্রথমবার তাঁরা পর্দায় আসতে চলেছেন।

করোনা মুক্ত হয়ে দুবাইয়ে হানিমুনে যাচ্ছেন নায়িকা

হানিমুনের উদ্দেশে দুবাই যাচ্ছেন নায়িকা তমা মির্জা। বিয়ের পর থেকেই হানিমুনে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ব্যস্ততার কারণে এত দিন যাওয়া হয়নি। এবার নতুন স্বাভাবিকে বরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছেন তিনি। সম্প্রতি কোভিড-১৯ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এই অভিনেত্রী ও মডেল।

তমা মির্জার স্বামী হিশাম চিশতী একজন ব্যবসায়ী, বাস করেন কানাডার টরন্টো ও বাংলাদেশে। গত মাসের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি দেশে এসেছেন। এক বছরের বেশি সময় হলো তাঁরা বিয়ে করেছেন। কিন্তু একত্রে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় পাননি। তমা মির্জা চেয়েছিলেন, বিয়ের এক বছর পূর্তিতে দুজনে বেড়াতে যাবেন। করোনার লকডাউনের কারণে সেটাও হয়নি।এখন নতুন স্বাভাবিকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হানিমুনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই নায়িকা। তিনি বলেন, 'পরিকল্পনা করে আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। আমার বরের হাতে যখন সময় থাকে, তখন আমি শুটিংয়ে ব্যস্ত।আবার আমার হাতে যখন সময় থাকে, তখন তাঁর সময় থাকে না। এ ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। এ কারণে এবার পরিকল্পনা করেছি হানিমুনে যাব।' ১১ অক্টোবর সাত দিনের জন্য দুবাই যাচ্ছেন এই দম্পতি। গত জুলাই মাসে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তমা। সেই সময় টানা ২৫ দিন চিকিৎসা নিয়ে করোনামুক্ত হন তিনি। তাঁর বাবা, মা ও গাড়ির ড্রাইভারও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁর বর এখনো সুস্থ আছেন। তাঁর জন্য কিছুটা চিন্তিত তমা। তিনি বলেন, 'আমার বর এখনো সুস্থ। তাঁর এখনো করোনা হয়নি। তাঁকে নিয়ে কিছুটা চিন্তায় আছি।'গত বছরের ৯ মার্চ তমা মির্জার বাগদান হয়। এরপর ৬ মে রাজধানীর গুলশানের একটি কনভেনশন সেন্টারে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তমা বলেন, 'আমার বর এখন দেশে আছেন। আমিও কাজ শুরু করিনি। তাই দুজনের হাতে পর্যাপ্ত সময় আছে। এখন নতুন স্বাভাবিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি হানিমুনটা সেরেই আসব।'করোনার প্রকোপ এখনো কমেনি। এ সময় হানিমুনে যাওয়া কতটা যুক্তিসংগত, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই দুবাই যাব। সেখানে যাওয়ার পর আমাদের করোনা পরীক্ষা করতে হবে। নিরাপদে থাকার সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি, সমস্যা হবে না।'তমা মির্জা বর্তমানে 'তমার প্রিয়তমা' নামে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। ২০১০ সালে এম বি মানিক পরিচালিত 'বলো না তুমি আমার' ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ঢালিউডে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। 'মনে প্রাণে আছো তুমি', 'পালাবার পথ নেই', 'মানিক রতন দুই ভাই', 'ছোট্ট সংসার' ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। শাহনেওয়াজ কাকলী পরিচালিত 'নদীজন' ছবিতে অভিনয় করে পার্শ অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তমা মির্জা।

সোমবার আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন বাম সমর্থিত সংগঠনের কর্মকতারা। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপির পার্টি অফিসে সাংবাদিক সন্মেলন শুভেন্দু অধিকারীর

ঝাড়্গ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপিতে যোগদানের পর এই প্রথমবার ঝাড়্গ্রাম বিজপির পার্টি অফিসে এলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিজেপির পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন শুভেন্দু বাবু। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন ঝাড়গ্রাম বিধানসভার চারটি আসনে বিজেপি আধ লাখের বেশি ভোটে জিতবে।আমি এসেছি মার্জিন বাড়াতে। ছত্রধর মাহাতোকে নৈরাজ্যবাদী বলেও আখ্যা দেন।

এদিন ঝাড়গ্রাম ঢোকার মুখে পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় তৃণমূলের বেশ কয়েক জন কর্মী সমর্থক শুভেন্দু বাবুকে উদ্দেশ্য করে কালো কাপড় দেখিয়ে " গো ব্যাক" "মিরজাফর"এই সব মন্তব্য ছুড়ে দেন।তাদের লক্ষ করে গাড়ি থেকেই শুভেন্দু বাবু নমস্কার জানান। তৃণমূলের নেতা,মন্ত্রী হিসাবে ঝাড়গ্রাম জেলা শুভেন্দু অধিকারীর হাতের তালুর মতো চেনা।দীর্ঘ সময় সংগঠন তৈরির দায়িত্বে ছিলেন।জেলার একটা বড় অংশ তার অনুগামী। বিজেপিতে যোগদানের পর এদিন প্রথম ঝাড়গ্রামে এলেন।এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে লোধাশুলি থেকে বাইক মিছিলে করে ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসা হয়।তাঁর গাড়ির সামনেই ছিল বিজেপির বিশাল বাইক মিছিল আর মুর্হু মুর্হু ধ্বনী উঠছিল জয় শ্রীরাম।এদিন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে আসেন বিজেপির জেলা সভাপতি সুখময় শতপথি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বিজেপির দলীয় অফিস থেকে বেশ কিছু আগে রাস্তা ধরে মানুষের ভীড়ে হেঁটে আসেন।

এদিন প্রথমে বিজেপি পার্টি অফিসে আসার বেশ কিছু ক্ষন পরেই তিনি সাংবাদিকদের মুখো মুখি হন।নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা বাতিল সম্পর্কে বলেন " তৃণমূল দল নয় কম্পানি।সেই কম্পানিতে কখন কি হবে কম্পানি ঠিক করবে আমি বলতে যাব কেন।"গো ব্যাক শ্লোগান প্রসঙ্গে বলেন " আমি দেখেছি পাঁচ জন ছিল।তাদের মধ্যে তিন জনকে চিনি নমস্কার করেছি।তারা দেখে মাথা নামিয়ে ফেলেছে।"একুশ বছরের দল ছাড়ার প্রসঙ্গে বলেন "ভারতবর্ষে বহু দলীয় গনতন্ত্র আছে।আমি মন্ত্রীসভা,বিধায়ক পদ,তৃণমূলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।একজন ভোটার হিসেবে বহু দলীয় গনতন্ত্রে যে কোন দলের সদস্য পদ নেবার অধিকার আমার আছে সেই রাজনৈতিক দল যদি আমায় গ্রহন করে যা করেছি ভারতবর্ষের সংবিধান মেনে করেছি।" নেতাই দিবসে নেতাই গ্রামে আসার প্রসঙ্গে বলেন " নেতাই দিবসে আমি আমার কর্তব্য পালন করি কারন নেতাই নেতাই গ্রামে প্রথম লাশটা আমি কুড়িয়ে ছিলাম।" তিনি নিহতদের নাম ধরে বলেন। তিনি আরো বলেন"নেতাই গ্রামে যে শহিদ বেদিটা দেখছেন সেটা আমার হাতে তৈরি করা।নেতাই নিয়ে কারো কাছ থেকে আমাকে সার্টিফিকেট নিতে হবে না।

আহত,নিহত পরিবার,গ্রামবাসীদের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে যাবেন।"

ছোট আঙারিয়া দিবস বিজেপির ব্যানারে হবে কিনা এই বিষয়ে বলেন "সেটা মেদিনীপুর জেলা সংগঠন ঠিক করবে।তৎকালিন এনডিএ সরকার ছিল।তাদের ভূমিকা বিরাট ছিল।তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী,লালকৃষ্ণ আদবানি জিরো দেশ চালাতেন।সাথে সাথে টিম পাঠিয়েছিলেন।মানুষরে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন।সেই কথা গুলো মানুষকে বলা দরকার।"পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষেরা বেশি চাকরী পেয়েছেন সেই প্রসঙ্গে বলেন "আমি চাকরি দেবার দায়িত্বে ছিলাম না।যে ছিলেন তার কাছ থেকে জানতে চান।সরকার তো একজন চালান।তাঁকে উত্তর দিতে হবে।"

ঝাড়গ্রামে বিধানসভা ভোট সম্পর্কে বলেন"ঝাড়গ্রামে বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে সুখময় শতপথি,কুনার হেমরমরা।এদের পুরো টিম।বিজেপি এক দেড় জনের পার্টি নয়।পরিবার।এখানে জেলা পরিষদ জিতেছে।মাঝরাতে পুলিশ দিয়ে গোলমাল করে হারানো হয়েছে। আমি জানি।বিজেপিকে জনগন জিতিয়েছে।লোকসভা জিতিয়েছে।এখানে চারটে বিধানসভায় বিজেপি হাফ লাখের বেশি ভোটে জিতবে।আমি এসেছি মার্জিন বাড়ানোর জন্য জেতার জন্য নয়।জেতার জন্য এরা কাফি।"

ছত্রধর প্রসঙ্গে বলেন " নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী লোকের সম্পর্কে আমি মন্তব্য করব না।যারা ঝাড়গ্রাম শহরে ৩৭ দিন ধরে অবরোধ করে রেখেছিল সেই লোক সম্পর্কে মন্তব্য করব না।যাদের পরিবারের লোকদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি,গুম খুন হয়ে গিয়েছে সেই সব পরিবার গুলি এই সব লোকদের সম্পর্কে উত্তর দিতে পারবে।" এদিন সাংবাদিক বৈঠকের পর শুভেন্দু বাবু জেলার বিজেপির নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন মন্ডলের সভাপতিদের নিয়ে একটি দলীয় বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সেই বৈঠকে শুভেন্দু বাবু কর্মীদের উদ্দেশ্য জঙ্গলমহলে তার লড়াই, সংগ্রাম তুলে ধরেন।কিভাবে তিনি মাটি কামড়ে দল করেছেন তা তুলে ধরেন।এর পাশাপাশি ছত্রধরের নাম না করে কিভাবে সুবিধা তিনি বা তার পরিবার পেয়েছে তাও তুলে ধরেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।নেতাই দিবসে কোন ব্যানার ছাড়া বিজেপির লোকজন কে নিয়ে অনুষ্ঠানে যাবেন বলে জানান বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।ভোট ঘোষনা হলে তিনি মুড়ি ছোলা নিয়ে জঙ্গলমহলে ঘুরবেন বলে জানা গিয়েছে বলে বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

একদিনে করোনা আক্রান্ত ১,২৮

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি স): বছর শেষ হতে চলল কিন্তু এখনও বিদায় নেওয়ার নাম করছেনা অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে করোনা। এরই মাঝে শহরবাসীকে স্বস্তি দিয়ে অবশেষে সোমবার কিছুটা কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ১,৩২৮। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩২৮ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ০৫,৪৮,৪৭১। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ৯,৬২৫। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১,৬১৪। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,২৫,৮৬৫ জন। এখনও পর্যন্ত একটিভ কেসের সংখ্যা ১৩,১৬১। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৮৫। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৮,০৯৫ টি। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৯,৯৩,৮২১ টি।

ঝাড়গ্রামে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল তৃণমূলের নেতাকর্মীদের

ঝাড়্গাম, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : একদিকে যখন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঝাড়্গাম জেলা বিজেপির কার্যালয়ে আলাপচারিতা করতে আসছেন। তখন অন্যদিকে কেন্দ্রের কৃষক বিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ঝাড়্গাম শহরে মিছিল করল ঝাড়্গাম বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। সোমবার বিকেলে ঝাড়্গাম শহরের রুপছায়া সিনেমা হলের সামনে থেকে মিছিল শুরু করেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা।

এদিন মিছিল পাঁচমাথা মোড় হয়ে কলেজ মোড়ের সামনে পৌঁছানোর পরে পুলিশ তৃণমূলের মিছিলকে ঘুরিয়ে দেন। পুলিশ মিছিল ঘোরানোর পরে আবার পাঁচমাথা মোড়ে এসে মিছিল শেষ করে এক পথ সভা করেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা। এদিনের মিছিলে ঝাড়্গাম জেলার যুবক যুবতীরা প্রাইমারীতে একটাও চাকুরী পেল না কেন, শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের ছেলে মেয়েরা চাকুরী পেল কিভাবে তার জবাব দিন শুভেন্দু অধিকারী বলে শ্লোগান তুলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য প্রশান্ত রায়, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কো অর্ডিনেটর অজিত মাহাত, লালগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শ্যামল মাহাত, ঝাড়্গাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি উজ্জ্বল পাত্র সহ একাধিক শাসক দলের নেতাকর্মীরা।এদিনের এই মিছিলে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষজনেরাও পা মিলিয়েছেন।তবে সোমবার ঝাড়্গাম শহরে রাজনীতির পারদ ছিল একেবারে উর্ধমুখি। ঝাড়্গাম বিধানসভা কেন্দ্রে বঙ্গধ্বনি যাত্রা সফল হওয়ার পর এক সাথে মিলিত হয়ে কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এই মিছিল করেন তৃণমুল কংগ্রেস। এবিষয়ে ঝাড়্গাম শহর তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত রায় বলেন, পুলিশ শুধুমাত্র শুভেন্দুর নিরাপত্তা দেখছে।আমাদের মিছিল আটক করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

জলের দাবীতে বিক্ষোভ বিজেপির

দুর্গাপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরে জল সঙ্কট। তার ওপর বেহাল নিকাশী। তার জেরে নাজেহাল এলাকাবাসী। আর পানীয় জলের দাবীতে সরব হল বিজেপি। সোমবার দুর্গাপুর ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মায়াবাজার এলাকায় পানীয়জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি কর্মীসমর্থক সহ এলাকাবাসী

।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ৩৬ নং ওয়ার্ডের বিজয়নগর এলাকায় প্রায় ১০০ টি পরিবার বসবাস। এলাকায় ব্যাক্তিগত বেশকয়েটি টিউবওয়েল রয়েছে। কিন্তু পুরসভার কোন পানীয় জল পরিষেবা ট্যাপকল নেই। ফলে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের চরম সঙ্কটে রয়েছে এলাকাবাসী। সোমবার ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হাড়ি, বালতি নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোব শুরু করে। বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি''র পশ্চিম বর্ধমান জেলা তপশীলি মোর্চার জেলা সভাপতি সুমন্ত মন্ডল বলেন,' বাম আমলে পুরসভার নির্বাচনে দু''বার বিজেপি জয়ী হয়েছিল। ওই সময় থেকে এখনও ওই এলাকায় পানীয়জল ও নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল। আমরা এর আগেও পরিষেবার দাবিতে আন্দোলন করেছি। পুরসভা নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যার্থ।' যদিও তৃণমূলের অভিযোগ, ওই এলাকায় কয়েকদিন ধরে পানীয়জলের সংঙ্কট শুরু হয়েছে। সমস্যা দূর করতে সবরকম ব্যবস্থা নিতেই বিজেপি এলাকার মানুষ''কে নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে।

স্থানীয় কাউন্সিলার লোকনাথ দাস বলেন, খবর পেতেই পুরসভার জল দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এলাকায় পুরসভার পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পরিষেবা দেওয়া জটিলতা রয়েছে। কারন ওই এলাকায় রেললাইন পার করে জলের পাইপলাইন আনতে হবে। তাই এলাকায় টিউবওয়েল ও সাবমার্সিবল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার এসে এলাকা পরিদর্শন করেছে। কাজ অতিশীঘ্র সম্পুর্ন হবে।' তিনি আরও বলেন,' বিজেপি এলাকাবাসী''কে ভুল বুঝিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ তৈরী করছে। বিক্ষোভ দেখিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি।

বুদবুদের মাড়ো গ্রামে অবাধে চলছে ধান কাটার পর মাঠেই ন্যাড়া পোড়ানো

দুর্গাপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : জ্বলছে ন্যাড়া, পুড়ছে মাটি। আর তার জেরে বাড়ছে দুষণ। নষ্ট হচ্ছে জমির উর্বরতা। ধান কাটার পর অবাধে চলছে চাষজমিতেই খড় পোড়ানোর কাজ। ঘটনাটি ঘটছে বুদবুদের সোঁয়াই, কোটা, মাড়ো এলাকায়। প্রশ্ন উঠেছে পরিবেশ দফতর ও প্রশাসনিক নজরদারিতে।

পানাগড় শিল্পতালুক লাগোয়া সোঁয়াই, কোটা ও মাড়ো গ্রামের পাশে কয়েক''শ একর দু ফসলি- চাষ জমি রয়েছে। ধান, গমের পাশাপাশি সরষে, আলু, পেঁয়াজ, ডাল জতীয় শস্য সহ নানান চাষের অনুকুল পরিবেশ ও জমি। দু- ফসলির সুবাদে ওইসব জমিতে স্বল্প সময়ের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ হয়। শীতের শুরুতেই ধান কাটার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে ওইসব জমিতে। আর ধান কাটার পর পড়ে থাকা খড় অর্থাৎ ন্যাড়া অবাধে জমিতেই পোড়ানোর কাজ চলছে। আর তাতেই আশপাশের গোটা এলাকা ধোঁয়াতে গ্রাস করছে। পাশাপাশি জমির মাটিও পুড়ছে ওই আগুনে। সম্প্রতিক কম্বাইন্ড হার্বেষ্টার দিয়ে ধান কাটা বেশী হচ্ছে। তাতে ধানের খড় বা কুচি মাঠেই পড়ে থাকে। খরচের ভয়ে মাঠে এধরনের কুচি বা খড় জ্বালিয়ে দেয় চাষীরা। তাতে দুষনের পাশাপাশি, মাটির উপকারী ব্যাকটেরিয়া পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। জমির ওপরের জৈব পদার্থ জ্বলে যাচ্ছে। জমিতে বিভিন্ন ধরনের উপকারি কিটপতঙ্গ পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। সবমিলিয়ে আগুন জ্বালানোর ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। কয়েকবছর আগে স্যাটেলাটে দেশের মাত্রারিক্ত দুষনের ছবি ধরা পড়েছে। তাছাড়াও গ্রীন ট্রাইবুনালের কড়া নির্দেশিকাও রয়েছে। মাঠেই খড় না পুড়িয়ে সেসব সহজে তোলার জন্য বেলার মেশিন রয়েছে। তাতে কম খরচে খড় কুচির টুকরো সহজে তুলে নেওয়া যাবে। কিন্তু তারপরও কিভাবে চলছে চাষজমির মধ্যেই ন্যাড়া পোড়ানোর কাজ? ঘটনা প্রসঙ্গে দুর্গাপুর পরিবেশ দফতর জানিয়েছে," প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরদারি চলছে।

আদিবাসী সংগঠনের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ রাজ্যসড়ক

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : একাধিক দাবিতে আদিবাসী সংগঠনের ডাকা বিক্ষোভে অবরুদ্ধ চন্দ্রকোনা-ঘাটাল রাজ্যসড়ক।

সপ্তাহের শুরুতে অবরোধের জেরে তৈরি হয়েছে যানজট। ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। এদিকে বিক্ষোভকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড়। তাঁদের সাফ কথা, দাবি না মানা পর্যন্ত তাঁদের লড়াই চলবে। ভোটের আগে এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে জেলায়।রীতিমতো কৃষক আন্দোলনের ধাঁচে রবিবার রাতে চন্দ্রকোনা-ঘাটাল রাজ্যসড়কের ক্ষীরপাইয়ের তেমাথায় বিক্ষোভ শুরু করেন ভারত জাকাত মাঝি পরগনার সদস্যরা। কাঠ, বাঁশ ফেলে অবরুদ্ধ করে দেয় জাতীয় সড়ক। দাবি না মানা পর্যন্ত অবস্থান চলবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকরীরা।

ভারত জাকাত মাঝি পরগনার সদস্যদের কথায়, দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিগুলির জন্য লড়াই করছেন তাঁরা। একাধিকবার প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিলেছে। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। পরবর্তীতে ধর্মঘট এমনকী ভোট বয়কটের ডাকও দিয়েছিলেন, তাতেও সমস্যা মেটেনি। সেই কারণেই ফের আন্দোলনের পথে আদিবাসী সংগঠন। তাঁদের মূলত ৪ টি দাবি রয়েছে। প্রথমত, ঘাটালে যে ১৪ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলিতে একজন করে স্থায়ী সাঁওতালি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত সরকারি দফতরের নাম বাংলা, ইংরাজির পাশাপাশি অলচিকি হরফেও লিখতে হবে। তৃতীয়ত, বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের নামে মিউজিয়াম তৈরি। বিক্ষোভকারীদের চতুর্থ দাবি ক্ষীরপাইতে সিধু-কানহোর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন।

আতঙ্ক বাড়ছেই ! উত্তরাখণ্ডে ব্রিটেন ফেরত পাঁচজন করোনা-সংক্রমিত

দেহরাদূন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার নতুন স্ট্রেন (প্রজাতি) আতঙ্ক জাগিয়েছে ব্রিটেনে। তা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে ভারতেও। এবার ব্রিটেন থেকে উত্তরাখণ্ডে আসা ৫ জনের শরীরে করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়েছে। ব্রিটেন ফেরত ওই পাঁচজনের সংস্পর্শে একজন এসেছিলেন, তিনিও কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন। প্রত্যেককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। সোমবার উত্তরাখণ্ডের রাজ্য কোভিড কন্টোল রুমের নোডাল অফিসার জে সি পান্ডে জানিয়েছেন, "গত ১৫ ডিসেম্বর পাঁচজন ব্রিটেন থেকে এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের সান্নিধ্যে আসা একজনও আক্রান্ত হয়েছেন। প্রত্যেককে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।"

সম্প্রতি ব্রিটেনে লাগামছাড়া পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে করোনা সংক্রমণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ব্রিটেনে করোনাভাইরাসের নতুন একটি প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে। যার জেরে সংক্রমণের গতি আগের থেকে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই ব্রিটেন ফেরত অনেকের শরীরে করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এবার উত্তরাখণ্ডে ব্রিটেন ফেরত পাঁচজনের শরীরে করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়ল।

প্রতিষ্ঠা দিবসে "নিখোঁজ" থাকা নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ, পাল্টা আক্রমণ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে ফের কটাক্ষ শুনতে হল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। তাও আবার কংগ্রেসের ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে "নিখোঁজ" থাকলেন কংগ্রেস সাংসদ। "নিখোঁজ" থাকা নিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। "নিখোঁজ" থাকার কারণ অবশ্য জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, "দিদিমাকে দেখতে যাওয়া কী অপরাধ?" আবার কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরেজওয়ালা জানিয়েছেন, "ব্যক্তিগত কারণে অল্প সময়ের জন্য ট্রাভেলে গিয়েছেন রাহুল গান্ধী।"

সোমবার কংগ্রেসেরফা ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে দলের সদর দফতরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনি। অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রাহুলকে দেখা যায়নি। আর তা নিয়েই টুইট করে শিবরাজ সিং চৌহান লিখেছেন, "কংগ্রেস ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করছে, কিন্তু রাহুল গান্ধী নিখোঁজ।" এই কটাক্ষের প্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, "দিদিমাকে দেখতে যাওয়া কী অপরাধ?" ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার অধিকার রয়েছে সকলের, বিজেপি নিম্ন-মানের রাজনীতি করছে। তাঁরা রাহুল গান্ধীকে টার্গেট করছেন, যেহেতু একজন নেতাকেই তাঁরা টার্গেট করছে।"

কাঁকসার দেউল পার্কে পর্যটক টানতে সরকারি বাস চালানোর দাবী এলাকাবাসীর

দুর্গাপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা আবহে চলেছে লকডাউন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পার্কে পর্যটক আনাগোনায় ছিল নিষেধাজ্ঞা। রোজগারে ভাটা। মুখ থুবড়ে পড়ছে এলাকার আর্থ সামাজিক। লোকসান ভুলে ছন্দে ফেরাতে নতুন করে উদ্যোগী এলাকাবাসীর। জাঁকিয়ে পড়েছে শীত পড়তেই পর্যটক টানতে নতুন উদ্যম। আর তাই পর্যটক টানতে সরকারি বাস চালানোর দাবীতে সরব হল কাঁকসার দেউল পার্ক সংলগ্ন গ্রামবাসীদের।

কাঁকসার জঙ্গলমহলে গৌরাঙ্গপুর গ্রামে দেউল পার্ক। ২ নং জাতীয় সড়কের মুচিপাড়া থেকে শিবপুর রোড। সেখান থেকে জঙ্গলের বুক চিরে লালমাটির রাস্তা চলে গেছে দেউল পার্কে। অজয় নদীর তীরবর্তী জমিদার ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দিরকে ঘিরে তৈরী হয়েছে দেউল। বর্তমানে পার্কটি নবরূপে সেজে উঠেছে। জঙ্গলের ভেতরে হরিন, ময়ুর সহ নানান পশু পক্ষী সংরক্ষন রাখা বাড়তি মাত্রা দিয়েছে। তার সঙ্গে ট্রাকিং ব্যাবস্থা চালু করেছে বনদফতর। দেউল পার্কের ভেতর নানান রকমারি ফুলের বাগিচা। তার সঙ্গে ফোয়ারা। শিশুদের খেলার টয় ট্রেন, জলাশয়ে নৌকাবিহারও ব্যাবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রাত্রিবাসের জন্য অতিথীশালা, হোটেল সবই রয়েছে। সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশ পর্যটকদের আকর্ষিত করেছে। স্থানীয় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী পার্কটি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে। করোনা সংক্রামক রুখতে ও পরিবেশ দুষন ঠেকাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে স্থানীয় বনকাটি পঞ্চায়েত ও দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। স্যানিটাইজারের পাশাপাশি, মাস্ক বিতরন করা হচ্ছে পর্যটকদের। সম্প্রতি বনদফতর থেকে এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের তৈরী হস্তশিল্প বিক্রির স্টল তৈরী করেছে। করোনা আবহের মধ্যেও ভ্রমন প্রেমী মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। কিন্তু এলাকাবাসীর আক্ষেপ বছরের এই কটা দিন পর্যটক আসে। জঙ্গলের ভেতর গাড়ী ভাড়া করে কিম্বা নিজস্ব গাড়ীতে আসতে হয়। কোনরকম বাস যাতায়াত নেই। দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পক্ষে সোমনাথ হাজরা জানান,' শব্দদুষন রোধে পার্কে ডিজে বাজানো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাতে জঙ্গলে পশুপক্ষিদের সমস্যা হয়। পাশাপাশি অপ্রীতিকর ঘটনা ঠেকাতে পার্কের মধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। করোনার আবহে এবছর পর্যটক কম আসছে।' তিনি বলেন,' লকডাউনের ফলে বহু মানুষ রোজগার খুইয়েছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। দেউলকে ঘিরে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। ছোট দোকান থেকে হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে বসে। কমবেশী সাড়ে তিন''শ থেকে চার''শ পরিবার নির্ভরশীল। পর্যটক আসলেই বিক্রি হয়। একটু হাসি ফোটে। কিন্তু বড় সমস্যা যাতায়াতের। বাস চলাচল করলে পর্যটক আরও বেশী আসবে। সারা বছরই আসবে। তাই দুর্গাপুর ও পানাগড় থেকে

ছয়ের পাতায়

অখিল গিরি অসুস্থ, তাঁকে বাদ দিয়ে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের সভা করা সম্ভব নয় : মন্তব্য সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের তোড়জোড়। কিন্তু অন্যদিকে আগামী ৭ জানুয়ারি শহিদ দিবস। তবে, শহিদ দিবস উপলক্ষে নন্দীগ্রামের জনসভায় চলতি বছর যাচ্ছেনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেনও মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি বাতিল হলো সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সেই তরজার মাঝেই সোমবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "অখিল গিরি অসুস্থ, তাই তাঁকে বাদ দিয়ে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের সভা করা সম্ভব নয়" সাফ জানলেন রাজ্য পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

নন্দীগ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কর্মসূচি বাতিল প্রসঙ্গে সুব্রত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, " অখিল গিরি অসুস্থ। তিনি মূল উদ্যোক্তা। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে নন্দীগ্রামে তৃণমূলের সভা করা সম্ভব নয়, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচির দিনবদল হয়েছে। এই মাসেই সভা হবে, তবে দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। অখিল গিরি সুস্থ হয়ে গেলেই সভা হবে। মুখ্যমন্ত্রী যাবেন। এখন সেখানে কর্মীসভা হবে"।

উল্লেখ্য, করোনায় আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসারত অখিল গিরি। এরপরেই প্রকাশ্যে আসে নন্দীগ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কর্মসূচি বাতিলের খবর। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সভা স্থগিত প্রসঙ্গে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়, "মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন"।

কৃষকদের কথা শুনে, কৃষি আইন প্রত্যাহার করা উচিত সরকারের : প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এবং কৃষক-স্বার্থে ফের সরব হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রা। সোমবার প্রিয়াঙ্কা জানালেন, কৃষকদের কথা শুনে, কৃষি আইন প্রত্যাহার করা উচিত সরকারের। তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডার মধ্যেই দিল্লির বিভিন্ন সীমায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। মোদী সরকারের কাছে কৃষকদের একটাই দাবি, বাতিল করতে হবে তিনটি কৃষি বিল। সরকার অবশ্য আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা মেটাতে প্রস্তুত।

এমতাবস্থায় সোমবার সকালে কংগ্রেসের ১৩৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের ফাঁকে, সাংবাদিকদের প্রিয়াঙ্কা জানান, কৃষকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য সরকার। প্রিয়াঙ্কা বলেন, কৃষকদের সম্পর্কে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা পাপ ছাড়া কিছু নয়। কৃষকদের কথা শোনা উচিত সরকারের এবং কৃষি আইন প্রত্যাহার করা উচিত। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবন যাওয়ার পথে আটক হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা।

প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারতের স্বপ্নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল জেটলির : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় জগত প্রকাশ নাড্ডা লিখেছেন, "জন্ম জয়ন্তীতে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রতি কুর্নিশ এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য রইল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভারতের যে স্বপ্ন দেখেছেন তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। সফল কৌশলী এবং প্রথিতযশা বাগ্মী হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। "

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫২ সালের ২৮ ডিসেম্বর দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন অরুণ জেটলি। ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। একাধিক দশক ধরে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন। সাময়িকভাবে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছিলেন। বিজেপির অভ্যন্তরে তাঁর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ভারতের প্রগতির জন্য নিরলস ভাবে পরিশ্রম করে গিয়েছেন, অরুণ জেটলি স্মরণে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অরুণ জেটলির জন্মদিনে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, " আমার বন্ধু অরুণ জেটলিকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর উষ্ণ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, আইনি প্রাজ্ঞতা এবং রসিক মননশীলতা অভাব তারাই অনুভব করছে যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল। ভারতের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করে গিয়েছিলেন অরুণ জেটলি। এছাড়াও সাময়িকভাবে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলেছিলেন। বিজেপির অন্দরে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুবক্তা হিসেবে সংসদ মাতিয়ে রাখতেন। আইনজীবী হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উনি ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ওর মতো সফল ব্যক্তিদের রাজনীতিতে আসা দরকার : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর (হি স): একুশের নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে। আর সেই তরজা উস্কে রবিবার হঠাৎই রাজভবনে হাজির হন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তারইমধ্যে সোমবার দিল্লির একটি অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে একই মঞ্চে থাকতে পারেন সৌরভ এমনটাই শোনা যাচ্ছে। এরই মাঝে সোমবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিজেপিতে আসবেন কিনা সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে "উনি ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ওর মতো সফল ব্যক্তিদের রাজনীতিতে আসা দরকার" সৌরভের রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে আরও কিছুটা জল্পনা উস্কে মন্তব্য রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

বহুদিন ধরেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কবে রাজনীতিতে আসবেন, আদতে আসবেন নাকি সেই নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। যদিও এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সৌরভ। তবে এরই মাঝে রবিবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় দু - ঘণ্টা বৈঠক করেন সৌরভ। যদিও রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক শেষে " এটা নিতান্তই সৌজন্য সাক্ষাৎ" বলে মন্তব্য করেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এরপরই সোমবার সাংবাদিকরা রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হয় "সৌরভ কি বিজেপিতে যোগদান করছেন" ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য

ছয়ের পাতায়

বাঙালির সংস্কৃতি ও বাংলার মনিষীদের ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা: মমতা

শান্তিনিকেতন, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): বাঙালির সংস্কৃতি ও বাংলার মনিষীদের ভুলিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে মুখর হলেন মমতা। এদিন সাংবাদিক বৈঠক নির্ধারিত না থাকলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করে বলেন। তার মধ্যে মূল বিষয় ছিল বাঙালির সংস্কৃতি ও বাংলার মনিষীদের ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজীর মত বাংলার মনিষীদের ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রী সরকার। অমর্ত্য সেনের মত বাঙালির অপমান তাঁর নবতম সংযোজন। এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এদিন মুখ্য মন্ত্রী সব থেকে বেশী সরব হন।

এদিন সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন করা হয় সেই জন্য কী তাদের টার্গেট করা হচ্ছে, তার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টার্গেট তো সবাই কে করা হচ্ছে। অনেক লোককে করা হচ্ছে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাকে পলিটিক্যালি টার্গেট করা হচ্ছে এবং অমর্ত্য সেনকে এরুডাইটলি টার্গেট করা হচ্ছে।

আমি দেখছি, রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে, বিশেষ করে নেতাজীর সমস্ত ফাইল ওপেন করে, সব কিছু জানার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হয় নি। যারা বহিরাগত গোটা বিশ্বভারতী দখল করে রেখেছে। তারা পার্টি মেম্বারও আছে। অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রথম নোবেল পুরস্কার এনে দেন। সেই নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে গেছে। সিবিআই এনকোয়ারি করছে। অমর্ত্য সেন থেকে, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মাদার টেরেজা তাঁদের ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীর মানুষ তাঁদের চেনে। তাঁরা কি আদর্শ নিয়ে কথা বলবেন, সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু শিকাগোর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে। যারা বহিরাগত গোটা বিশ্বভারতী দখল করে রেখেছে। তারা পার্টি মেম্বারও আছে। অমর্ত্য সেন বাংলার গর্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের প্রথম নোবেল পুরস্কার এনে দেন। সেই নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে গেছে। সিবিআই এনকোয়ারি করছে। অমর্ত্য সেন থেকে, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে মাদার টেরেজা তাঁদের ঐতিহ্য আছে। পৃথিবীর মানুষ তাঁদের চেনে। তাঁরা কি আদর্শ নিয়ে কথা বলবেন, সেটা তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এরপর সাংবাদিকদের তরফে প্রশ্ন করা হয় সেই জন্য কী তাদের টার্গেট করা হচ্ছে, তার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টার্গেট তো সবাই কে করা হচ্ছে।

তারপর বিশ্ব ভারতীর উপাসনা মন্দিরের পাশ দিয়ে শিক্ষা ভবনের মুখ থেকে ক্লাব মোড় পর্যন্ত রাস্তা যেটা এতদিন বিশ্ব ভারতীকে ২০১৭ সালে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

শুধু অমর্ত্য সেনের মত স্বনামধন্য লোক নন। অনেক লোক রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, তাঁদের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আশ্রমিকদের হাঁটতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের প্রয়োজনীয় কোন কনস্ট্রাকশন করতে দেওয়া হচ্ছে না। আজকেই আমি ফাইল ক্লিয়ার করে দিয়েছি। আমি বলেছি, হামারা রাস্তা থা। হামকো বাপস দে দো। আজকে কোন বিতর্কে যেতে চাই না। বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য স্বপন দত্ত আছেন। যিনি ভালো বলতে পারবেন। এব্যাপারে প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সবুজ কলি সেন বলেন, তদানীন্তন উপাচার্য স্বপন কুমার দত্তের আমলে এই রাস্তা নেওয়া হয়। এটা ছিল পাবলিক রাস্তা। এটা ভালো হয়েছে। কারণ এই রাস্তা মেনটেনান্সের জন্য অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হতো বিশ্ব ভারতীকে।

মুখ্য মন্ত্রী এদিন বার বার রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি চেতনা নিয়ে তাঁর যুক্তি তুলে ধরতে বলেন, আমি কোনদিন ভাবি নি, শান্তি নিকেতনে পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর প্রকৃত হিন্দু ধর্ম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু শিকাগোর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে। নেতাজী সে যে দেশ ছাড়লেন, আর দেশে ফিরলেন না। নেতাজীর মৃত্যু দিন জানবার জন্য সবাই চাই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

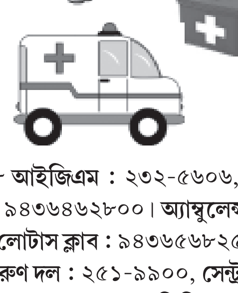

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বহিরাগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বোলপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): নয় দিন আগেই অমিত শাহ বোলপুরে মাটিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহিরাগত অভিযোগ খন্ডন করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী যখন বিশ্বভারতী তে আসতেন তখন কি তারা বহিরাগত ছিলেন। '

মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির ভিন রাজ্যের নেতা দের সম্বন্ধে বহিরাগত বলে কটাক্ষ করেন।অমিত শাহ মন্তব্যের পর এদিন মুখ্যমন্ত্রী তার বহিরাগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি এদিন বলেন, 'আমরা দেশের লোক কে বহিরাগত বলি না। বাইরের লোক অর্থাৎ অন্য রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যে আসতেই পারেন এতে কোনো অসুবিধা নেই। সবাই সব রাজ্যে যাই। আমি ও অন্য রাজ্যে যাই। কিন্তু তারা যে সংস্কৃতি টা বাংলায় আমদানি করতে চাইছে। সেটা দাঙ্গার সংস্কৃতি।ওরা চায বাংলার সংস্কৃতি মেরুদন্ড টাকে ভেঙে দাও ইতিহাস টাকে ভুলিয়ে দাও। আত্ম অহংকার টাকে ভেঙে দাও। ওদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কে দাঙ্গা দিয়ে ভরিয়ে দাও। এই সংস্কৃতি আমাদের বিরোধী। ওরা যে তত্ত্ব আমদানি করছে সেটা বহিরাগত চিন্তাধারা। ওরা একটা মিশন নিযে কাজ করছে। তারা বাংলায় এসে সেই সংস্কৃতি আমদানি করতে চাইছে। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি কে সম্মান করি। কিন্তু ওরা যে সংস্কৃতিটা এখানে আনতে চাইছে সেটা দেশের এবং বাংলার মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক।'

বিশ্বভারতী বর্তমান প্রশাসক দের প্রসঙ্গে এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, 'বহিরাগতরা সম্পূর্ণ দখল করেছে বিশ্বভারতী। দেশের অন্য বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্বভারতী কেউ তারা সাংস্কৃতিকভাবে পরিবর্তন করতে যাচ্ছে। যেখানে অরবিন্দ আশ্রম, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দখল করে ওদের সংস্কৃতি কায়েম করতে চাইছে।এখানেও তাই চাইছে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এরা সম্পূর্ণরূপে বহিরাগত।'

কোনওভাবেই আলোচনা না করে কারও জমি নেওয়া হবে না, আদিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করে কাজ হবে : মুখ্যমন্ত্রী

বোলপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): ডেউচা পাঁচামি কয়লা শিল্পাঞ্চলে কেউ বঞ্চিত হবেন না' আদিবাসী ও স্থানীয় মানুষদের আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বোলপুরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে দেউচা পাঁচামি কয়লা উত্তোলন প্রকল্পে ১ লক্ষ নিয়োগের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের ফলে ১০০ বছর বিদ্যুতের কোনও অভাব হবে না বলেই দাবি তাঁর।

সোমবার বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে একাধিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। বৈঠক চলাকালীন নিজেই পাঁচামির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঁচামি এলাকায় কাজ শুরুর কথা বলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন , "এই প্রজেক্টের ফলে ১ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। বেকারত্ব সমস্যা মিটবে।"

ঐ এলাকার বাসিন্দা আদিবাসী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের আশঙ্কা এই প্রকল্পের কারণে যদি তাঁদের জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। সেই প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বস্ত করে বলেন,'আদিবাসীদের গ্রাম আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের চাকরি কেউ যাতে কোনরকম বঞ্চিত না হয় তা আমরা দেখে নেবো। সেটা আস্তে আস্তে অনেক সময় লাগবে। এখন হবে না। আদিবাসী আছে অন্য পরিবার আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে নেব। কথা না বলে আমরা কিছু করবোনা।'

তবে প্রথম পর্যায়ে যেখানে কাজ শুরু হবে সেখানে কোন জন বসতি নেই তাই কাজ শুরু জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "এখনও পর্যন্ত যতটা এলাকা দেখা হয়েছে সেখানে জনবসতি নেই। ওই এলাকায় কারও জমিও নেই। তাই আপাতত কোনও সমস্যা নেই। যদি ভবিষ্যতে সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে চাকরি ও আর্থিক সাহায্যের বিষয়টা দেখা হবে।" জোর করে জমি নিয়ে নেওয়া হবে বলে এক সময় সার্ভে কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল একাধিক বাসিন্দা। তাদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা, 'কোনওভাবেই আলোচনা না করে কারও জমি নেওয়া হবে না। এখনো কাজ হবে দফায় দফায় চার পাঁচ বছর লাগবে। কয়েকটি পর্যায়ে তা হবে।

এলাকাবাসীর

পাচের পাতার পর

সরকারি মিনিবাস আপতত সকাল বিকাল চালাচল করে, তাতে পর্যটকদের যাতায়াতে সুবিধা হবে। পর্যটক আসলে বিক্রি ভাল হবে। সব মিলিয়ে রোজগার বাড়বে এলাকাবাসীর।'

উল্লেখ্য, দুর্গাপুর- শিবপুর পাকা রাস্তা রয়েছে। আবার শিবপুর থেকে দেউল পার্ক দিয়ে পাকা রাস্তা রয়েছে এগারো মাইল। ওই রাস্তার ওপর কাজলাডিহি, খেড়োবাড়ী, গৌরাঙ্গপুর, বনগ্রাম, কোটালপুকুর, নিমটুকরী একাধিক গ্রাম রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবী শহর দুর্গাপুর ও পানাগড় থেকে বাস চালানো করলে পর্যটক ছাড়াও সাধারন মানুষ ও পড়ুয়াদের যাতায়াতে সুবিধা হবে। বনকাটি পঞ্চায়েতের প্রধান পিন্টু বাগদী জানান, ' জঙ্গলে ঘেরা পার্ক। জঙ্গলে আদিবাসী পরিবারগুলির জীবনজীবিকাও নির্ভরশীল। শালপাতার ব্যাবহারে জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে ওই এলাকার শালাপাতা প্রস্তুতকারী পরিবারগুলির রোজগার বাড়বে। বাস যাতায়াত করলে এলাকাবাসীর যোগাযোগ ও পর্যটকদের যাতায়াতে সুরাহা হবে।' দক্ষিনবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার এমডি গোদালা কিরন কুমার জানান,' এলাকাবাসীর আবেদন পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

দিলীপ ঘোষ

পাচের পাতার পর

সভাপতি বলেন , "সবাইকেই বিজেপিতে আহ্বান করছি। তবে রাজ্যপালের সঙ্গে উনি দেখা করতেই পারেন। উনি ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট। ওর মতো সফল ব্যক্তিদের রাজনীতিতে আসা দরকার। দলে যে কেউ এলেই সুবিধা হবে। বিজেপি তৈরি আছে সবাইকে নেওয়ার জন্য আর লড়াইয়ের জন্য। তবে, আমার কিছু জানার নেই। তিনি কী করবেন, কী না করবেন। তিনি আমাদের সম্মানীয় ব্যক্তি।বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তাই ভালো লোকেদের বিজেপিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে"।

অন্যদিকে রবিবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে রাজভবনে বৈঠক করেই আজ অর্থাত সোমবার সকালে দিল্লি গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে দেখা যেতে পারে সৌরভ ও অমিত শাহকে।

সঞ্জয় রাউত

তিনের পাতার পর

প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ। ঘরোয়া মহিলাকে টার্গেট করা কাপুরুষোচিত কাজ। আমরা কাউকে ভয় পাই না।" উল্লেখ্য, গত বছরের সেপ্টেম্বরে পিএমসি-তে ৪,৩৫৫ কোটি টাকার তছরুপের বিষয়টি সামনে আসে। তার পরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পিএমসি-র সমস্ত আর্থিক লেনদেনে স্থগিতাদেশ দেয়।

জগত প্রকাশ নাড্ডা

তিনের পাতার পর

কমন মবিলিটি কার্ড ব্যবহার ব্যবহার করে নিজেদের সময় বাঁচাতে পারবেন। অনায়াসে এয়ারপোর্ট থেকে যানজটহীন সফরের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথে দিল্লি মেট্রোর বিস্তারকরণের মাধ্যমে মেক ইন ইন্ডিয়াকে উৎসাহ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার দেশের প্রথম চালকহীন মেট্রো ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। দিল্লি মেট্রোর ম্যাজেন্টা লাইনে জনকপুর পশ্চিম থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়া চালকহীন ট্রেনের উদ্বোধন করেন তিনি। ৩৭ কিলোমিটার বিস্তৃত রেলপথ ধরে ছুটে যাবে এই চালকহীন ট্রেন। ।

তপশীলি জাতি-উপজাতি শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

বোলপুর, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : দুয়ারে সরকারের সাফল্য তথ্য পরিসংখ্যান পেশ করতে গিয়ে তপশীলি জাতি-উপজাতি শংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রের শৈথিল্যের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। যার জন্য সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যান দপ্তরের শীর্ষ কর্তাকে।

বীরভূমের তথ্য বলছে, দুয়ারে সরকারের ২৮০০০ জন জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছেন। পেয়েছেন মাত্র ৮০০০ জন। বীরভূমের মতো তফসিলি জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত জেলায় জাতিগত শংসাপত্র প্রদান নিয়ে জটিলতার কথা শুনে রেগে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কেন সমস্ত পদ্ধতি জানেন না, তা নিয়ে চূড়ান্ত ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল তাঁকে। তাঁর অজ্ঞানতার জন্য প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়লেন বলে তাঁকে কড়া ভাষায় বকাবকি করলেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি দপ্তরের আধিকারিক সুববাইযার নাম করে ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, তোমার ডিপার্টমেন্ট ঠিক মত কাজ করতে পারছে না। ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষ কে। '

এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন,' পরিবারের যে কোনও একজনের এই শংসাপত্র থাকলে, তাকে নথি হিসেবে ধরে অন্য সদস্যদেরও কাস্ট সার্টিফিকেট দিতে হবে। বংশ পরম্পরায় জাতিগত শংসাপত্রের নথি দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। তাহলে সহজে যেমন শংসাপত্র প্রদানের কাজ শেষ হবে, তেনমই তা হাতে থাকলে বিশেষ সুবিধাও অনেক দ্রুত পাবেন তফসিলি জাতি, উপজাতির মানুষজন।'সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী পাশে বসে থাকা অনুব্রত মণ্ডলও বলে ওঠেন, 'দিদি বহু লোক সার্টিফিকেট পাচ্ছে না।' তাতে আর ও রেগে যান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সুববাইযার তোমার প্রতি ধারনা পাল্টে গেল।আমার প্রতি দিন কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে রিপোর্ট চাই। মুখ্যসচিব তুমি নিজে বিষয়টা দেখ। '

মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক থেকে সারা রাজ্যের প্রশাসিক আধিকারিকদের উদ্দেশ্য বলেন, 'শুধু এই জেলার জন্য নয়। সাবার জন্য বলা হচ্ছে, "দরকার হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবেদনকারিদের নথিতে যা ঘাটতি আছে তা পূরন করতে হবে সরকারি কর্মীদের। দরকার হলে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান কর্মসূচীতেও এই কাজ করা যেতে পারে। পরিবারের একজনের কারও শংসাপত্র থাকলেই আবেদনকারি যেন নিজের শংসাপত্র পেয়ে যায় তা দেখতে হবে।"

বিজ্ঞান সহ একাধিক বিষয়ে বিশ্বকে পথ দেখাবে ভারত : প্রতিরক্ষামন্ত্রী

রাচি, ২৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত বিষয় ভারত গোটা বিশ্বকে পথ দেখাবে আগামী দিনে।

রাঁচির আই আই এমের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতি রক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যবস্থাপনা এবং কৌশলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুযুগ ধরে। একজন কুশল ব্যবস্থাপক শূন্য থেকে শিখরে ওঠার ক্ষমতা রাখে। এমন উদাহরন গোটা দেশে প্রচুর রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খনিজ সম্পদের পাশাপাশি পড়ুয়াদের উচিত রাজ্যের ঐতিহ্যশালী ইতিহাস নিয়ে চর্চা করা। এই রাজ্যের বাসিন্দাদের সংস্কৃতি এবং পরম্পরা পড়ুয়াদের বুঝতে হবে, জানতে হবে। মানব কল্যাণের জন্য নিজেদের কল্পনাশক্তিকে বৃদ্ধি করতে হবে পড়ুয়াদের। যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিকাশ করাটা প্রয়োজন। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে সহায়তা করেছে প্রযুক্তি।

গোমতী

● প্রথম পাতার পর

উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দিলে তারা এসে ওই ব্যক্তিকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ছৈলেংটায়

● প্রথম পাতার পর

ধাক্কা দেয়। তাতে মাটিতে ছিটকে পড়ে পথচারী। সঙ্গে সঙ্গে চড়িলাম বাজারের ব্যবসায়ীরা খবর পাঠায় বিশালগড় দমকল বাহিনীকে এবং দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে এসে আহত বাইক চালক এবং পথচারীরকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জানা যায় পথচারী হারি কুমার দেববর্মার মাথায় এবং বুকে প্রচন্ড আঘাত লাগে বর্তমানে আহত দুইজনের চিকিৎসা চলছে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে এবং পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বাইকটি আটক করে একটি মামলা নিয়েছে!

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রতিফলিত করতে হবে। আমার বিশ্বাস আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব এবং দিল্লির মানুষের জীবনকে আরও উন্নত ও শহরকে উন্নত করে তুলব।"

ছিনতাই

● প্রথম পাতার পর

ফুটেজে ধরা পরে ছিনতাইকারীরা। তবে, একজন দুষ্কৃতী হেলমেট পরিধান করে থাকায় তার চেহেরা দেখা যাচ্ছে না এবং অন্যদিকে বাইকের নম্বরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে না।

পরবর্তী সময়ে আমতলী পুলিশকে গোটা ঘটনা জানানো হলে, শীঘ্রই অপরাধীরা জালে উঠবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় জনগণের মধ্যে।

গরু উদ্ধার

আটের পাতার পর

গরু চুরি হয়েযায়। এই চুরির বিষয়টি গোপন খবরের ভিত্তিতে জানতে পেরে আজ সকালবেলা বিরেন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া এডিসি ভিলেজে গিয়ে চুরি হয়ে যাওয়া চারটি গরু উদ্ধার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। গরু উদ্ধারের পর গরুর মালিককে খবরদিয়ে মালিকের হাতে গরুগুলি তুলে দেওয়াহয়। তবে এই চুরির ঘটনার সাথে জরিত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি পুলিশ।

পালিত

আটের পাতার পর

কৃষক স্বার্থ-বিরোধী কৃষি আইনের প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে তার প্রতি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সমর্থন জানানো হয়েছে।কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশজুড়ে কৃষক আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করবে বলে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।শাসক দলকে একগুঁয়েমি ছেড়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আত্মবিশ্বাসী হতে পরামর্শ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।গণতন্ত্রের প্রতি ন্যূনতম আস্থা বিশ্বাস থাকলে কোন সরকার এ ধরনের জনস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে না বলেও তারা মনে করেন।

পর্যটকরা

আটের পাতার পর

সকালে, কুর্ফিতে ৬ ইঞ্চি। এছাড়াও নারকান্ডায় দুই ইঞ্চি বরফ জমে যায়। শিমলা থেকে অনেকটা দূরে মানালিতেও তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাত হয়েছে সোলাং এবং কলপাতেও। এই সময়ে শিমলায় বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য চাক্ষুস করে খুশি পর্যটকরাওউ বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা আরও নেমে গিয়েছেউ শীতে কাবু হয়েও পর্যটকরা বেরিয়ে পড়েছেন শ্বেতশুভ্র হিমাচল দেখতেউ নতুন বছরে শিমলায় আরও পর্যটকদের আগমণ হবে এই আশায় হোটেল মালিকরাও খুশি।

সুপারির খোল দিয়ে তৈরী থালা-বাটি প্রদর্শন করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানুয়ারী

● প্রথম পাতার পর

ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক বলেন, আজ প্রথম দিনে ছাত্রছাত্রীদের রোস্টার বুঝিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল থেকে যথারীতি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন হবে। তিনি বলেন, কোভিড নির্দেশিকা পালনের সাথে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ রোস্টার মানা হবে। তাতে, ছেলেরা তিন দিন এবং মেয়েরা তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। সাথে তিনি যোগ করেন, শুধু কলা এবং বিজ্ঞান বিষয়েই রোস্টার মানা হবে। বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় রোস্টার মেনে পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা পড়বে না।

প্রসঙ্গত, গত ৭ ডিসেম্বর থেকে ত্রিপুরায় সরকারি বিদ্যালয়ে দশম ও দ্বাদশের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেই বিদ্যালয় শুরু করার অনুমতি মিলেছে। করোনা-প্রকোপের মধ্যেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনলাইনে ক্লাস নিয়েছেন। তাছাড়া, নেইবারহুড ক্লাস এখনও চলছে। স্কুল-কলেজে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়া হয়েছে।

আজ বিদ্যালয়ে আসতে পেরে ছাত্রছাত্রীরাও ভীষণ খুশি। জনৈক ছাত্রী জানিয়েছে, করোনা-র প্রকোপে দীর্ঘদিন বাড়িতেই পড়াশুনা করতে হয়েছে। অনলাইনে ক্লাস হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনেকেই সঠিকভাবে তার সুযোগ নিতে পারেনি। ফলে, বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু হওয়ায় নিশ্চিতভাবেই ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। তাছাড়া, বাড়িতে থাকার একঘেঁয়েমিও কেটে যাবে।

সভা অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

দীলিপ চৌধুরী, যুব কংগ্রেস সভাপতি পূজন বিশ্বাস, চক্রপানি ত্রিপুরা, শঙ্কর মল্ল সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই সম্মেলনে বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনাকরেন। কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সমগ্র দক্ষিন ত্রিপুরাথেকে কংগ্রেস সমর্থীত কর্মীরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহন করে।

পালিত

আটের পাতার পর

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হওয়া গৃহবধূ রেজওয়ানা পারভিনের মৃত্যু ফাঁসি লেগে নয় বলে তার পরিবারের অভিযোগ। তাই রাজ্য মহিলা কমিশন এই ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে উপযুক্ত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। পাশাপাশি বর্ণালী গোস্বামী আরো জানান,রাজ্য মহিলা কমিশন সর্বদা রেজওয়ানা পারভীনের বাবার বাড়ির লোকজনের পাশে রয়েছে।

সুপারি

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী রেউবেন রাংলঙের এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাথে তাঁর ব্যবসার আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সংস্থায় আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হোক, এই কামনাও মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর এই উদ্যোগ রাজ্যের আরও অনেককে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে, দৃঢ় বিশ্বাস বিপ্লব দেবের।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। আগে ত্রিপুরায় আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার মানসিকতা ছিল না। ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে নতুন ধারার যে মানসিকতা গড়ে উঠছে তার জন্য আমি সত্যিই অভিভূত।

সরকারের

● প্রথম পাতার পর

কাঠের পুতুল এ পরিণত করা হয়েছে বলেও বিরোধী দলনেতা অভিযোগ এনেছেন। প্রকৃতপক্ষে শাসক দলের রাজনৈতিক নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ কাজ করে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দলের নেতাকর্দের বাড়িঘরে হামলা এবং আক্রমণের যেসব ঘটনা সংঘটিত করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।এভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করে বিরোধীদের কোনোভাবেই কোণঠাসা করা যাবে না বলে তিনি মনে করেন।রাজনৈতিক মতাদর্শ কত দিকগুলি বজায় রেখে আন্দোলনে শামিল হতে তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।এ ধরনের কার্যকলাপ এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।অবিলম্বে আগরতলা পৌরনিগম এবং২১ টি পৌরসংস্থার নির্বাচন ঘোষণা করার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যতায় কংগ্রেস দল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আগর

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আগর গাছের মাধ্যমে মানুষের আর্থিক সংস্থানে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। সেই লক্ষ্য থেকেই আগর ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী দিনে এই আগর গাছের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দু'হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি গড়ে উঠবে। তাঁর দাবি, আগর গাছের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ফলে, বিকল্প অর্থনীতি এই আগর গাছের মাধ্যমেই সম্ভব হবে।

সংস্কৃতির

● প্রথম পাতার পর

নেবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্রীড়া আধিকারিক কাবেরী দেববর্মা। জেলাভিত্তিক যুব উৎসবে ১১টি বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অঙ্গন

গত চল্লিশ বছরে এমনটা হয়নি রিয়ালে

রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের কাছে অনুভূতিটা একটু অন্যরকম হওয়ারই কথা। মোটামুটি সব সময় তাঁরা দেখে এসেছেন, দলবদলের বাজারে তাঁদের প্রিয় ক্লাব বরাবরই থাকে সক্রিয়। বড় বড় দলগুলোও সবাইকে অবাক করে মেরে দেয় তারাই। প্রথম 'গ্যালাকটিকোস' যুগে দলে জিনেদিন জিদান, রোনালদো, লুইস ফিগো, মাইকেল ওয়েন, ডেভিড বেকহাম, রবার্তো কার্লোসের মতো তারকাদের আগমন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় 'গ্যালাকটিকোস' আমলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কাকা, করিম বেনজেমাদের আসা কিংবা অন্যান্য বছরেও দেখা গেছে বড় যেকোনো তারকাকে দলে ভেড়াচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই ক্লাব।

কিন্তু এবার? করোনাভাইরাসের প্রকোপে রিয়াল মাদ্রিদও খেলোয়াড় কেনার ব্যাপারে হয়েছে সাবধানী। এর মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা কাটাতে যেখানে বেশ ক''বার খেলোয়াড়দের বেতন কমিয়েছে ক্লাব, এমন পরিস্থিতিতে কী খেলোয়াড় কেনা যায়? কিনলে হয়তো অসন্তুষ্টই হতেন রামোস, বেনজেমারা, সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে রেগেমেগে হয়তো বলতেন, 'আমাদের যেখানে বেতন কমাচ্ছেন, সেখানে টাকা খরচ করে নতুন খেলোয়াড় আনছেন কীভাবে?'

পেরেজ তাই সেই বিড়ম্বনায় যাননি এবার। রাগিয়ে দেননি দলে থাকা খেলোয়াড়দের। চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, বায়ার্নের মতো বড় বড় ক্লাবগুলো যেখানে একের পর এক খেলোয়াড় কিনে দলের শক্তি বাড়িয়েছে, রিয়াল সেখানে ছিল দর্শকের ভূমিকায়। অথচ করোনাভাইরাস না থাকলে হয়তো কিলিয়ান এমবাপ্পে, আর্লিং হরলান্ড কিংবা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার মতো তারকাদের দিকে হাত বাড়াতো তারা।

এমনটা শেষ কবে হয়েছে? পরিসংখ্যান বলছে, সেই ১৯৮০ সালে সর্বশেষ কাউকে না কিনে থেকেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এর পর কেটে গেছে চার দশক। এই সময়ে প্রত্যেক বছরেই কাউকে না কাউকে কিনে দল ভারী করেছেন রিয়াল।

সেবার রিয়াল কেন খেলোয়াড় কেনেনি? আর্থিক সমস্যায় পড়েছিল দলটা। রিয়াল মাদ্রিদ আর আর্থিক সমস্যা, এই দুটো ব্যাপার একই সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে, এমনটা এখন ভাবতে গেলে আশ্চর্য লাগলেও, তখন ঘটনাটা তেমনই ছিল। রিয়ালের দ্বাদশ সভাপতি লুইস দে কার্লোস তখন দায়িত্বে। সেবার মূল দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য যুবদল কাস্তিয়ার দিকে হাত বাড়িয়েছিল রিয়াল। রিকার্দো গায়েগো, অগুস্তিন রদ্রিগেজ সান্তিয়াগো, পিনিয়েদা গার্সিয়া সবাই এসেছিলেন যুবদল থেকে।

৮০'তে শিরোপাহীন থাকতে হয়েছিল রিয়ালকে। লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সোসিয়েদাদ, তাঁদের পেছনে থেকে লিগ শেষ করেছিল রিয়াল। বার্সেলোনা হয়েছিল পঞ্চম। কোপা দেল রে'তে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিয়েছিল রিয়াল, স্পোর্তিং গিহনের কাছে হেরে। তবে সুযোগ এসেছিল ইউরোপিয়ান কাপ জয়ের। শেষমেশ ফাইনালে লিভারপুলের কাছে হেরে শিরোপাস্বপ্নের জলাঞ্জলি দিতে হয় তাঁদের। চল্লিশ বছর আগের ভাগ্য এবারও বরণ করতে হোক, সেটা অবশ্যই চাইবে না রিয়াল!

মেসিদের কাঁদানো সেই খেলোয়াড়ের বেকারত্ব ঘুচল

সেই ফাইনালের পর কেটে গেছে অর্ধযুগ। তখন খেলতেন বায়ার্ন মিউনিখের মতো ক্লাবে, বিশ্বের অন্যতম প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবে মানা হতো তাঁকে। ডাকা হতো ''জার্মান মেসি'' বলে। এরপর এল সেই বিশ্বকাপ ফাইনাল। আসল মেসির বিপক্ষে নামলেন জার্মান মেসি। কিস্তিমাত করলেন তিনিই। ফাইনালে গোল করার পর কাঁদালেন বিশ্বজোড়া আর্জেন্টাইন ভক্তদের। মারিও গোটসাকে নিয়ে মাতামাতি শুরু হলো আরও বহুগুণ। সে-ই শেষ। এরপর গোটসার ক্যারিয়ার গ্রাফটা নিম্নমুখী। বায়ার্ন ছেড়ে সাবেক ক্লাব ডর্টমুন্ডে গেলেন, সেখানেও কল্কে পেলেন না। অবশেষে শেষ হয়ে গেল ডর্টমুন্ডের সঙ্গে চুক্তিও। চুক্তি শেষের পর বেকার সময় কাটাচ্ছিলেন। অবশেষে সেই বেকারত্ব ঘুচেছে। এককালে এমন দুর্দান্ত খেলা এই খেলোয়াড়কে চুক্তি শেষের পর কোনো বড় ক্লাব বিনা মূল্যেও নিতে চায়নি। শেষমেশ ''ত্রাতা''র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে ডাচ ক্লাব পিএসভি আইন্দহফেন। পিএসভির সঙ্গে গোটসার চুক্তিটা দুই বছরের। গোটসা নিজে যদিও বলেছেন, অনেক ক্লাবই চেয়েছিল তাঁকে। তবে তিনি বেছে নিয়েছেন পিএসভি আইন্দহফেনকে, ''এই গ্রীষ্মে অনেক ক্লাবের হয়ে খেলার জন্যই প্রস্তাব পেয়েছিলাম।

দুই বছর মন কষাকষির পর কথা হবে রোনালদো আর রামোসের

সময়টা কম নয়, পুরো নয় বছর। এই সময়ে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে এক সঙ্গে কত ম্যাচই না খেলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও সার্জিও রামোস। নিচে রক্ষণভাগের নেতৃত্ব দিয়েছেন রামোস আর ওপরে গোলের পর গোল করে গেছেন রোনালদো। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা রিয়ালকে জিতিয়েছেন, সঙ্গী হয়েছেন অনেক ব্যর্থতারও। কিন্তু রোনালদোর রিয়াল ছাড়ার পর মাঝের এই সময়ে এখন পর্যন্ত কথা হয়নি দুজনার। এমনটাই দাবি রিয়াল মাদ্রিদ ভিত্তিক দৈনিক মার্কার। অবশেষে প্রায় দুই বছর আজ নীরবতা ভাঙতে যাচ্ছে দুজনার। আজ রাতে পর্তুগালের লিসবনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল ও স্পেন। সেখানেই হতে পারে দুজনের ভাব বিনিময়। রোনালদো নেতৃত্ব দেবেন পর্তুগালের আর রামোস স্পেনের অধিনায়ক। নিশ্চয় রিয়াল মাদ্রিদে সাবেক এই দুই সতীর্থ আজ দেশের জন্য একে অপরের ব্যর্থতা কামনা করেই মাঠে নামবেন। যেমনটা হয়েছিল ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে সোচিতে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ম্যাচের স্বীকৃতি পেয়েছে সে ম্যাচটি। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচ শেষ পর্যন্ত হয় ৩-৩ গোলে ড্র, শেষ মুহূর্তে রোনালদোর দারুণ ফ্রি-কিকে করেন হ্যাটট্রিক। ওই বিশ্বকাপ থেকে ফিরেই জুলাইয়ে রিয়াল ছেড়ে জুভেন্টাসে যোগ দেন রোনালদো। তবুও রিয়ালের ড্রেসিংরুমে পর্তুগিজ যুবরাজকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হতো। কিন্তু রামোসের সঙ্গে রোনালদোর সম্পর্ক অতটা উষ্ণ আর থাকেনি বলে জানাচ্ছে মার্কা। রিয়ালের হাঁড়ির খবর জানাতে বিশ্বস্ত পত্রিকাটি লিখেছে, এই দূরত্বের সূত্রপাত ২০১৮ সালে লুকা মদরিচ বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডি'অর জেতায়।

জুভেন্টাসে যাওয়ার আগে রিয়ালকে টানা তৃতীয় চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোয় সেবার বর্ষসেরার পুরস্কারের দৌড়ে ছিলেন রোনালদোও। কিন্তু রিয়ালের সে দলের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার পাশাপাশি রাশিয়া বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়াকে রানার্সআপও করেন মদরিচ। যেখানে রোনালদোর পর্তুগাল বিদায় নেয় শেষ ষোলোতে। সে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের গোল্ডেন বল পুরস্কারও জেতেন ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ডার। বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারও তাই ওঠে মদরিচের হাতে। ব্যালন ডি'অরের মঞ্চে মেসি-রোনালদোর দশ বছরের দ্বৈধাতিপত্য' ভেঙে দেন। কিন্তু সাবেক সতীর্থের সাফল্যের বিষয়টি ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি রোনালদো। পুরস্কারের মঞ্চে সেদিন যাননি। এরপর থেকেই রামোস আর রোনালদোর কথা নেই, দেখাও নেই। রোনালদো অবশ্য গত মৌসুমেও রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল-বার্সার এল ক্লাসিকো দেখতে আসেন। সেদিনও কথা বা দেখা হয়নি রোনালদো-রামোসের? মার্কা জানাচ্ছে, হয়নি।

Notice

Sealed quotations are invited from the reputed authorised dealers/distributors-sellers for procurement and installation of scientific equipment for Deptt.of Physics of MBB College,Agartala. For details visit College website w.w.w.mbbcollege.in.

Sd/- Illegible
Principal,
MBB College, Agartala

ICA-C-2577/20

মেসির সতীর্থের প্রশ্ন, বাংলাদেশে ফুটবল শুরু হবে কবে?

ঢাকায় আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সাবেক স্ট্রাইকার হার্নান বার্কোসের সময় যেন কাটছেই না। মাঠে খেলা না থাকলে কোন খেলোয়াড়েরই বা ভালো লাগে! বসুন্ধরা কিংসের এই ফরোয়ার্ড হতাশা প্রকাশ করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। সেখানে জানতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের খেলা শুরু হবে কবে?

বার্কোসের নামটি শুনলেই ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিরে তাকান অনেকেই। স্মৃতি থেকে বের হয়ে আসে একের পর উদ্‌যাপনের ছবি। এএফসি কাপে মালদ্বীপের টিসি স্পোর্টসের বিপক্ষে ৫-১ গোলে জিতেছিল বসুন্ধরা কিংস। বড় জয়ের ম্যাচে এক হালি গোলে বাংলাদেশের ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল এই আর্জেন্টাইনের।

কিন্তু একদিকে বার্কোস গোলের মেলা দেখিয়ে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের লোভ বাড়িয়ে দিলেন, অন্যদিকে সে সময়ই করোনার কারণে ফুটবল বন্ধ। করোনার পরের সময়ে অনেক দেশের খেলা শুরু হয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। যদিও বাফুফের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ডিসেম্বরে শুরু হবে খেলা। তা-ও তো আরও দুই মাসের অপেক্ষা।

অথচ ছুটি কাটিয়ে গত মাসে ঢাকায় পা রেখে দলের সঙ্গে টানা অনুশীলন করে যাচ্ছেন লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা দলের সাবেক সতীর্থ। কিন্তু যে খেলার জন্য অনুশীলন, সেই খেলায় যদি না থাকে, তাহলে আর অনুশীলন কেন? ফেসবুকে সে অসহায় ক্ষোভ জানিয়েছেন বার্কোস, 'আদৌ কি একদিন বাংলাদেশে ফুটবল ফিরবে? নাকি আমরা শুধু অনুশীলনই করে যাব?'

তাঁর পোস্টে অনেক মন্তব্যই এসেছে। এর মধ্যে একজন বার্কোসকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন, 'বার্কোস আমরা জানি না কবে বাংলাদেশে ফুটবল ফিরবে।

কিন্তু তুমি তো জানো আমরা তোমাকে কতটা ভালোবাসি। বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তুমি বড় একজন তারকা। ধৈর্য ধরে এখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করছি। আশা করি আমরা আবারও এক সঙ্গে স্টেডিয়ামে গর্জন তুলব।'

টিসি স্পোর্টসকে দুমড়েমুচড়ে দিয়ে এবারের এএফসি কাপে দুর্দান্ত শুরু করেছিল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা। কিন্তু করোনার কারণে এরপর স্থগিত হয়ে যায় টুর্নামেন্টটি। এই অক্টোবরেই আবার পুনরায় শুরু হওয়ার কথা ছিল টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচ। সে জন্য নতুন দুই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রবসন রবিনিও ও জোনাথন ফার্নান্দেজের সঙ্গে গত ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ফিরেন বার্কোস।

কিন্তু ভেন্যু জটিলতায় শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয় টুর্নামেন্টটি। দুই ব্রাজিলিয়ানের সঙ্গে আগামী মৌসুম পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও বার্কোসের সঙ্গে বর্তমান চুক্তি শেষ হয়ে যাবে ডিসেম্বরে। প্রথমে জানা যায় চুক্তি নবায়ন করে ২০২১ সাল পর্যন্ত বসুন্ধরায় থাকার সম্মতি দিয়েছেন বার্কোস।

কিন্তু বার্কোসের ব্রাজিলিয়ান স্ত্রী জিউলি সন্তানসম্ভবা হওয়ায় এখন তিনি বাংলাদেশে থাকতে চাইছেন না।

No. F.01(01)-BDO/KBN/QUO/2020-21/ 5822 Date 22/12/2020

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

With reference to the Notice Inviting Quotation, the sealed Quotation in the prescribed format invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the reputed and authorized Dealer/Supplier/ farm/Agency/Co-operative Society for supply of office Stationery Articles to the 0/o the Block Development Officer, Kakraban RD Block , Gomati District in connection with smooth running of Official works during the FY 2020-21 & 2021-22.The quotation will be received (in tender box) from 11.00 AM to 04.00 PM w.e.f. 02/01/2021 to 11/01/ 2021 in the office of the undersigned. The detailed tender notice along with prescribed format/specification may be collected from office of the undersigned on or before 11/01/2021 on any working day between 11.00 AM to 04.00 PM.

Sd/- (Abhijit Das)
Block Development Officer
Kakraban R. D. Block

ICA-C-2571/20

GOVERNMENT OF TRIPURA
JOINT RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (JRBT)
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING
AGARTALA : TRIPURA

NOTICE

It is hereby informed to all the interested candidates that the online application portal of Joint Recruitment Board, Tripura (JRBT) in relation to the recruitment for the post of Multi-Tasking Staffs, Group-D, (Category Non-Technical) is henceforth active i.e. from 28th December 2020 and remain active till 11th February 2021.

The interested candidates can visit the website of Directorate of Employment Services & Manpower Planning, Agartala i.e. https:// employment.tripura.gov.in/ and "CLICK" in the "Joint Recruitment Board" Tab. They will be redirected to JRBT website i.e. http:// wwwjrbtripura.com.The candidates have to register first to fill-up online application form for the said post and complete the application process after making the necessary payment (as applied).

Dr. Naresh Babu N, IFS
(Director, DESMP)
Chairman, JRBT

ICA-D-1151/20

CORRIGENDUM

Please refer to Advertisement No. 03/2020 of F. No. 10(28)/ DESMP/ESTT/2020/4482 dated 6th December 2020.

This is to inform all the intending candidates that the **online filling-up of application for the post of Agri. Assistatant, Junior Multi Tasking Operator (Un-common) and Junior Operator (Pump) which was supposed to start from 28th December 2020 has been POSTPONED TILL FURTHER NOTICE.**

Sd/- Dr. Naresh Babu N, IFS
(Director, DESMP) Chairman, JRBT

ICA-D-1149/20

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/THCB/PD-II/2020-21

Tripura Housing & Construction Board, West Tripura invites **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking/ **enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-01-2021 for the following work:**

Sl. No	Name of the Work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of TTAADC Bhawan at Old Council Premises,Palace Compound, Agartala, West Tripura./ SH: Building portion including water supply and sanitary installation.DNIT No. : 09-THCB/PD-II/2020-21	Rs. 6,04,13,183.00	Rs. 6,04,132.00	18 (Eighteen) Months	Up to 15.00 Hrs. on 12.01.2020	At 15.30 Hrs on 12-01-2021	https:// tripuratende-rs.ingov.	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. **Submission of bids physically Is not permitted. Bid fee** and **Earnest Money** are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal **any time after start date of bid submission and before bid submission end date** using **Net Banking** facility by the bidders. The **Bid** Fee of '5000.00 **(Rupees five thousand)** only, to be paid electronically over the Online Payment facility, is **Non-Refundable** and to be **deposited to the Government account automatically as revenue.**

Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of **Tripura Housing & Construction Board, West Tripura** and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to **housingboard.tripura@gmall.com**

Pre-Bid Conference: Date:-30-12-2020 Time:-15.00 Hours

Sd/- Illegible

Chief Executive Officer (PD-II)
Tripura Housing And Construction Board
Agartala, West Tripura.

ICA-C-2565/20

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

স্বস্তি পেলেন বাইডেন, কোভিড-১৯ ত্রাণ বিলে সই ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি কোভিড সংক্রান্ত আর্থিক ত্রাণ বিলে সই না করেন। তাহলে আমেরিকায় করোনা-পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, এ কথা জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ভাবী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। অবশেষে বাইডেনকে স্বস্তি দিয়ে এবং প্রবল চাপের মুখে পড়ে কোভিড-১৯ ত্রাণ বিলে সই করলেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কোভিড-১৯ ত্রাণ বিলে সই করার পর ট্রাম্প জানিয়েছেন, ''বেকারত্ব সমস্যা মেটানো...উচ্ছেদ রদ করা, পিপিপি-র জন্য অর্থবরাদ্দ, আমাদের এয়ারলাইন কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনা, টিকাকরণের জন্য অর্থ সাহায্য এবং আরও অন্যান্য স্বার্থে এই বিলে আমি সই করলাম।'' ট্রাম্প সই করার পর এই বিল এবার আইনে পরিণত হবে।
করোনাভাউরাস মহামারীর জন্য সমস্যার মধ্যে রয়েছেন লক্ষ লক্ষ আমেরিকান। তাঁদের স্বার্থেই ৯০০ বিলিয়ন ডলারের কোভিড-১৯ ত্রাণ বিলে সই করলেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, এই বিলে সই করার জন্য প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। পরে সমস্ত দিক থেকে বাধার মুখে পড়ে কোভিড-১৯ ত্রাণ বিলে সই করলেন তিনি।

ভারতে ১৬.৮৮-কোটি করোনা-টেস্ট সক্রিয় রোগী কমে ২.৭২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও খানিকটা কমল। একইসঙ্গে ভারতে ১৬.৮৮-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৮৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৬,৮৮,১৮,০৫৪-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৭.১৫-লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ ডিসেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৭,১৫,৩৯৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।
ভারতে সামগ্রিক সুস্থতার হার প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২১,১৩১ জন। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৭২ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৭,৯০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৭৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৭,৮২,৬৬৯ জন (৯৫.৮৩ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০১ জন করোনা-রোগী।

শ্বেতশুভ্র বরফে ঢাকা পড়ল শিমলা, উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা

শিমলা, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): শ্বেতশুভ্র তুষারে ঢাকা পড়ল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলাউ মরশুমের প্রথম তুষারপাতে শিমলার সর্বত্রই সাদা বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছেউ শুধুমাত্র শিমলা নয়, বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে মানালি, কুর্ফি এবং ডালহৌসিওউ বছরের শেষ সপ্তাহে ও নতুন বছর শুরুর কয়েকদিন আগে প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য্য চাক্ষুস করে খুশি পর্যটকরা। খারাপাথরে ৬ ইঞ্চি বরফ জমে যায় সোমবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোমবার নয়াদিল্লিতে চালক বিহীন ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি-পিআইবি

পশ্চিম জেলায় মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। বামুটিয়া ব্লকের তেবাড়িয়ার সবুজ সংঘ প্রাঙ্গণে আজ পশ্চিম জেলায় মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব এই প্রকল্পের সূচনা করেন।
এই উপলক্ষে একদিবসীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের সূচনা করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা ভোকাল ফর লোক্যালের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাতে ক'ষকরা যেমন স্বনির্ভর হবে পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে।
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, এই প্রকল্পে উন্নত প্রজাতির গাভী পালনে সুবিধাভোগীদের সহায়তা দেওয়া হবে।
এতে জেলার গ্রামা'লে বসবাসকারী গাভী পালকগণ যেমন স্বনির্ভর হবেন তেমনি রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশও ত্বরান্বিত হবে।
অনুষ্ঠানে বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস বলেন, বামুটিয়া ক'ষিপ্রধান অ'ল। পশুপাখির চিকিৎসার জন্য তেবাড়িয়া প্রাণী সাবসেন্টারটিকে প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতি অনুরোধ জানান।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সমীর দাস ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. কমল ক'ষ্ণ মজমদার। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গো উন্নয়ন সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার ডা. তপন কুমার ভূষণ।
সভাপতিত্ব করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীলা দাস সেন।
স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা ডা. সুব্রত শুক্ল দাস।

রহস্যজনকভাবে মৃত্যু গৃহবধূর বাপের বাড়িতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ ডিসেম্বর।। ভিতরগুল গ্রামে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু বছর কুড়ির গৃহবধুর বাবার বাড়িতে পরিদর্শনে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন।কদমতলা থানাধীন লালছড়া এলাকার তার বাবার বাড়িতে গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও খোঁজখবর নেন। তাছাড়া এই রহস্যমৃত্যুর সঠিক তদন্ত ক্রমে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,বছর দেড়েক পূর্বে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন লালছড়া এলাকার রেজওয়ানা পারভীন নামের এক যুবতী প্রেম করে বিয়ে করে একই থানা এলাকার ভিতরগুল গ্রামের আব্দুল হকের ছেলে কয়েছ আহমেদ (রাজু)কে। দাম্পত্য জীবনে শশুর বাড়ির লোকেদের সাথে কোন সমস্যা না হলেও স্বামীর সাথে প্রায়ই ঝগড়া লেগে থাকতো বলে অভিযোগ।লকডাউনে ব্যাবসা বানিজ্য সব বন্ধ হয়ে পড়ায় আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন স্বামী কয়েছ আহমেদ।তাই রোজগারের উদ্দেশ্যে গত ১২ডিসেম্বর বেঙালুরু পাড়ি দেন কয়েছ।এতে স্ত্রী রেজোওয়ানার মতামত ছিল না।কয়েছ আহমেদ ওরফে রাজু বেঙালুরু যাওয়ার মাত্র আট দিন মাথায় অর্থাৎ ২০ ডিসেম্বর রবিবার সকাল বেলা রেজোওয়ানা এবং কয়েছের মধ্যে দীর্ঘক্ষন ফোনে বার্তালাপ হয়। তার পর ঘরের যাবতীয় কাজ করেন রেজোওয়ানা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ রেজোওয়ানার নড়াচড়া না পেয়ে শশুর শাশুড়ি ঘরে এসে দেখতে পান পুত্র বধু ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায়।সাথে সাথে ফাঁসি থেকে নামিয়ে কদমতলা হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যু হয় রেজোওয়ানার। কদমতলা থানাকে খবর দিলে কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে এসে মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন।পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার গৃহবধূ রেজোওয়ানার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করছে।
এদিকে সোমবার সকালবেলা রেজওয়ানার বাবার বাড়ির তরফ থেকে রেজওয়ানাকে হত্যার মামলা রুজু করা হয় কদমতলা থানায়। মামলাতে রেজওয়ানার শশুর শাশুড়ি স্বামী ও দেবরের নাম উল্লেখ করে তার বাবার বাড়ির লোকজন। মৃত গৃহবধূর পরিবারের লোকজনদের দাবি, রেজওয়ানা তার স্বামীর সাথে সুখের সংসার করতো। কিছুদিন যাবত স্বামীর সাথে কিছুটা মনোমালিন্যতা চলছিলো,তবে সেই মনোমালিন্যতা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয় বলে জানান তার পরিবারের লোকজন। তাছাড়া রেজওয়ানা স্বামীর বাড়ির লোকজন ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করেছে বলে যে দাবি করছেন তা যুক্তিযুক্ত নয় বলেও অভিযোগ রেজওয়ানার বাবার বাড়ির লোকজনদের।তার বাবার বাড়ির লোকজন রেজওয়ানার মৃত্যুর আসল রহস্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের আর্জি জানান পুলিশ প্রশাসনের কাছে।
মৃত গৃহবধু রেজওয়ানার বাবার বাড়ির তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ ৭২ নম্বরের ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে পড়ে। তারপর পুলিশ মৃত গৃহবধূর শশুর ও দেবরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে, পড়ে ছেড়ে দেয়।
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার রহস্যজনক মৃত্যু হওয়া গৃহবধুর লালছড়া এলাকার বাবার বাড়িতে ছুটে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। বর্ণালী গোস্বামী মৃত গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজনের সাথে ঘটনাটি সবিস্তারে আলোচনা করেন। এক সাক্ষাৎকারে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান,

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাসপাতালে মহিলার শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী সেজে এক মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত এক যুবককে আটক করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। আটক যুবকের নাম অভি দাস।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বীকারোক্তিমূলক আরো দুই যুবককে আটক করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তরা হলো রাজু রোধ এবং রাজু দাস।উল্লেখ্য গতকাল রাতে কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের ঢুকে স্বাস্থ্যকর্মী সেজে এক মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ মিলেছে।এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিবারের তরফ থেকে কৈলাশহর থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়।সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই কৈলাশহর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং এখন পর্যন্ত একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে এবং অপর দুজনকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে এ ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন রোগী এবং রুগীর পরিবারের লোকজনেরা।

এআইডিএসওর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। আগরতলা উজ্জয়ন্ত স্টেট মিউজিয়ামের সামনে সোমবার অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন এর তীব্র বিরোধিতা করেন।তারা বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে কৃষি আইন প্রণয়ন করেছে তা কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী।

ছয়ের পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে চুরি হয়ে যাওয়া গরু উদ্ধার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। শান্তির বাজার মহকুমার কাঞ্চন নগর এলাকাথেকে গতকাল চারটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুকে সংক্রমণ, দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দেহরাদূনের দুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হল উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকে। গত ১৮ ডিসেম্বর ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের করোনাভাইরাস-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। এরপর থেকে বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী এবং মেয়েও করোনা-সংক্রমিত। শরীরে হালকা জ্বর থাকায় রবিবার সন্ধ্যায় মেডিক্যাল চেক-আপের জন্য দুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপর মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
কিন্তু, সোমবার দেহরাদূনের দুন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করা হল উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতকে। মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসক ডাঃ এন এস বিশত জানিয়েছেন, ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াতের বুকে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। দিল্লির এইমস মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি টিম উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন।

৮ জানুয়ারি থেকে তিনদিন ব্যাপী পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক পিলাক প্রত্ন ও পর্যটন উৎসব আয়োজন উপলক্ষে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সম্পতি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী ৮ই জানুয়ারি থেকে জোলাইবাড়ির পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই উৎসব শুরু হবে। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। উৎসবে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন বকাফা বিএসি'র চেয়ারম্যান গৌরিশংকর রিয়াং, দক্ষিণ জেলার সহ সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, জোলাইবাড়ি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, বি এ সি'র চেয়ারম্যান অশোক মগ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ এবং পিলাক উৎসব কমিটির সদস্যগণ।

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় উচ্চফলনশীল ধানচাষের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় ২০২০-২১ অর্থবর্ষে সাতচাঁদ ব্লক এলাকায় শ্রী পদ্ধতিতে উচ্চফলনশীল ধানচাষের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। রবি মরশুমে ব্লক এলাকায় মোট ১,০৬০ হেক্টর জায়গায় ধানচাষ করা হবে। পোয়াংবাড়ি ব্লক এলাকায়ও ১০০ হেক্টর জায়গায় এই উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করা হবে। এরজন্য ৭,৫০০ টাকা হেক্টর প্রতি ব্যয় করা হবে। সাতচাঁদ ক'ষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পোয়াংবাড়ি ব্লকে এমজিএন রেগায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৪২ শ্রমদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সাব্রম মহকুমার পোয়াংবাড়ি ব্লকে চলতি অর্থবর্ষে এমজিএন রেগায় মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৪২ শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে। গড়ে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৪৬.৯২টি। এরফলে ব্লকের ৫,১১১ জন সুবিধাভোগী উপক'ত হয়েছেন। ব্লকের ৩টি এডিসি ভিলেজ কমিটি ও ৭টি গ্রাম প'ায়েতের মধ্যে রাজনগর গ্রাম প'ায়েতে সবচেয়ে বেশি ২৪ হাজার ৮৬৪ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। এই শ্রমদিবসের মাধ্যমে জমি সমতলকরণ, নতুন রাস্তা তৈরি ও পুরনো রাস্তা সংস্কার, জল নিকাশী ব্যবস্থা, সেচনালা খনন, নতুন জলাশয় তৈরি ও পুরনো জলাশয় সম্পসারণ ও সংস্কার প্রভ'তি করা হয়েছে। পোয়াংবাড়ি ব্লক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরার পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, মাল্টি টাস্কিং স্টাফস, গ্রপ ডি (ক্যাটাগরি নন টেকনিক্যাল) পদে নিয়োগের জন্য জে আর বি টি-র অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আগামী ১১ ফেব্রয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। আগ্রহী প্রার্থীগণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এবং ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং-র ওয়েবসাইট বঢ়ঢ়সড়://নলসরর্ষলনশঢ়.ঢ়ক্ষভসয়ক্ষত.ফষৎ.ভশ-এ তা দেখতে পারবেন।
জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে আরেকটি পৃথক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট, জনিয়র মাল্টি টাস্কিং অপারেটর (জনিয়র এমটিও) এবং জনিয়র অপারেটর (পাম্প) পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন করার প্রক্রিয়া পরবর্তী বি'প্তি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীগণ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এবং ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং-র ওয়েবসাইটে তা দেখতে পারবেন।
জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে পৃথক একটি প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক (গ্রপ সি) পদে আবেদনপত্র পূরণের জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল আগামী ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে আগ্রহী প্রার্থীরা এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এবং ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং-র ওয়েবসাইটে তা দেখতে পারবেন।

সিপাহীজলা জিলা পরিষদের কার্যকরী কমিটির সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে সম্পতি জিলা পরিষদের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, জিলা পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ, জিলা পরিষদের সচিব বিশ্বজিৎ মজমদার সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় সিদ্ধান্ত হয় চলতি অর্থ বছরে প'ায়েত উন্নয়ন তহবিল থেকে বিভিন্ন দপ্তরকে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৮৩ টাকা বরাদ্দ করা হবে। সভায় জনানো হয় গোলাঘাটিতে একটি কমিউনিটি হল নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের জেলা কার্যালয়কে বিভিন্ন ক'ষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দেওয়া হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। চাম্পামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত হয় বিশালগড় ব্লকের পূর্ব গকুলনগর গ্রাম প'ায়েত এলাকায় ছাগল পালনে সহায়তার জন্য ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া মোহনভোগ ব্লক এলাকায় ১৬ জন সুবিধাভোগীকে শূকর পালনের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের জেলা কার্যালয়কে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। এই কাজে পরিবার পিছু ব্যয় হবে ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে। তাছাড়াও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরকে গ্রামীণ ক্রীড়ার উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলেও সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

এমজিএন রেগায় ৩টি পরিবারকে সুপারি বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জিলা পরিষদের মোহনভোগ সাব জোনাল এল
াকার জনজাতি অংশের ৩টি পরিবারকে চলতি অর্থবর্ষে সুপারি বাগান করে দেওয়া হয়েছে। এমজিএন রেগার মাধ্যমে প্রত্যেক পরিবারকে সুপারি বাগান করে দেওয়ার জন্য ২৭ হাজার ১৭৬ টাকা করে ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ৮১ হাজার ৫২৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি বাগান তৈরি করে দেওয়ার জন্য ৬৭ শ্রমদিবস করে মোট ২০১টি শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। মোহনভোগ সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ডিসেম্বর।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে গত ২৬ ডিসেম্বর মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া সাংস্ক'তিক সদনে মোহনপুর মহকুমা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জয়নাল দাস। অনুষ্ঠানে যুব উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ। স্বাগত ভাষণ দেন মোহনপুর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের ক্রীড়া আধিকারিক নিতম্বিনী জমাতিয়া। যুব উৎসবে মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হল বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ ডিসেম্বর।। সোমবার বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে ভ্রাতৃত্ব শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জন্য যুবসমাজ এই স্লোগানকে সামনে রেখে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলেন সিপাহীজলা জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে যুব উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ক্রীড়া দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা হরেন্দ্র সরকার, সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সদস্য কাকলি দেব, বিশালগড় মহকুমা ক্রিয়া দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর ভারতী নিগাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি পিন্টু আইস ন সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব তিনটি মহাকুমা সোনামুড়া, জাম্পুইজালা এবং বিশালগড় থেকে একশ জন যুবক-যুবতী বারোটি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন ন যুব উৎসব আলোচনা করতে গিয়ে উদ্বোধক জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন যুব উৎসবে সঠিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয় ন যেকোনো ধরনের অশুভ শক্তিকে দমন করতে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যে প্রতিভা যুবক যুবতীদের মধ্যে লুকিয়ে আছে তা বিকশিত করতে হবে ন তার জন্য আমাদের সরকার যা করণীয় আমাদের সরকার করবেন ১২ই জানুয়ারি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জন্মদিন এই জন্মদিনকে সামনে রেখেই যুব উৎসবের আয়োজন ন বিবেকানন্দের যে বাণী গুলি তা স্মরণ করতে হবে। তাহলে যুবক-যুবতীরা সঠিক দিশায় পৌঁছতে পারবেন। যুব উৎসবে কথক নিত্য থেকে শুরু করে ভারতনাট্যম ফ্লক ডেন্স বিভিন্ন সংস্কৃতি মূলক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য আহব্বান রাখেন।

শান্তিরবাজারে কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ ডিসেম্বর।। সাঁচীরামবাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় জেলা কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সন্মেলন। আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর সাঁচীরাম বাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকা ছোট শাখবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া জেলা কংগ্রেস সন্মেলন। কংগ্রেস কতৃক আয়োজিত আজকের এই সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূশ কান্তি বিশ্বাস, প্রদেশ কংগ্রেসের ট্রেনিং ইনচার্জ সুমন লষ্কর, প্রাক্তন বিধায়ক

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।